Rishi Bankim Chandra College For Women's

NAIHATI

অনুপ্রাণনা

(Anupranona)

---Corona Diaries

Students' Magazine(2020-2021)

Chief Patron: Lana Mukhopadhyay

CHIEF PATRON : DR LANA MUKHOPADHYAY
PRINCIPAL,RBCCW

Special Thanks DR TULIMA DEY
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF LIBRARY

Edited By
DR JASMEET SINGH

CREATIVE EDITOR: ANANYA GHOSH

☎ (033)-2580-1905

Rishi Bankim Chandra College for Women

East Kanthal Para, P.O. – Naihati, Dist – North 24 Parganas,
Pin – 743165, West Bengal
E-mail : rbccwomen@gmail.com

From the Principal's Desk

I congratulate the teachers and students who have created this online journal "Anupranona" 2020-2021 during the Covid Pandemic period. I express my sense of appreciation for doing this commendable work in the Lock down period of Corona Pandemic. For the development of the mental health of students in the Corona Pandemic situation and also to strengthen their power of creativity, this online magazine is very important and necessary. We together can strengthen our institution and increase the intellectual power of the students. I congratulate all students who contributed to the journal by their writing.

In future, we will continue to publish this online magazine "Anupranona" in an upgraded form. Students and teachers are enabled to gather the wisdom. Education in this college is an enjoyable process and not an imposed. We present a unique atmosphere for the students and teachers in this college.

Thanking you all.

L Mukhopadhyay

Dr. Lana Mukhopadhyay

Principal
R.B.C. College For Women
Naihati, North 24 Parganas

FROM EDITOR'S DESK

Dear Students,

I am thrilled to extend my heartfelt congratulations to each and every one of you for your remarkable creative endeavor that has culminated in the online publication of the student journal, Anupranona. Your dedication, hard work, and innovative spirit have truly shone through, especially during these challenging times of the COVID-19 pandemic.

I would like to express my deepest gratitude to our esteemed Principal, Mam Lana Mukhopadhyay, for her unwavering support and encouragement throughout this journey. Principal Ma'm's guidance and belief in your abilities have undoubtedly been instrumental in bringing this project to fruition. Her leadership has inspired you all to push boundaries, explore new horizons, and showcase your talents to the world through Anupranona.

I would also like to extend a special thank you to our dedicated librarian, Dr. Tulima Dey, for her invaluable support and assistance in making this project a reality. Dr. Dey's tireless efforts in providing resources, guidance, and encouragement to all of you have been truly commendable. Her commitment to fostering a love for literature and creativity among students has been instrumental in the success of Anupranona.

Together, your collective efforts, along with the support and guidance of Mam Mukhopadhyay and Dr. Dey, have resulted in the creation of a truly inspiring and impactful student journal. Your creativity, passion, and resilience in the face of adversity are a testament to your talent and dedication.

Congratulations once again on this remarkable achievement, and may Anupranona continue to be a platform for your voices to be heard and your creativity to flourish.

Warm regards,
Dr Jasmeet Singh
Dept. of English
RBCCW

:INDEX:

স্মৃতিবন্দী ২০২০ --- 4-5
কতদিন পুরী যাইনা ---6
Discovery Of Self ---7
মানুষ হতে চাই ---8
Life Is Repetitive ---9
অভাবী সঞ্চয় ---10
অপ্রবাহমান নবনীতা ---11-13
Neglect of primary health care... ---14-16
Talking with my nous ---17-20
Painting ---21
স্বাধীনতা ---22
The Way of Love ---28
Lakiran Vich likh Di Kyun Judai ---24-27
आधुनिक युग की नारी ---28
मिलाप उल्लास के कुछ घंटे --- 29-32
The Last Meeting ---33-35
পিছুডাক ---36-40
दुख का सुख ---41-43
রহস্য ঢাকা মায়া ---44-48
स्वच्छ भारत : एक कदम स्वच्छता की ओर ---49-53
Ancestry of Drug Discovery --- 54-58
Using Laptops and Smartphones ---59-63
নকল নারীবাদ ---64-65
অভিজ্ঞতার অ্যালবাম ---66-70

স্মৃতিবন্দী ২০২০

এই বছরের শুরুটা হয়েছিল প্রতিবারের মতই অনেকগুলো নিউ ইয়ার রেসোলিউশন নিয়ে। অনেক আশাহত মন বুক বেঁধেছিল নতুন স্বপ্ন দেখার তাগিদে। পুরনো বছরের মলিনতাকে ঝেড়ে ফেলে একগুচ্ছ শুভকামনা সঙ্গে নিয়ে পথচলা শুরু করেছিল "বিশের বছর"। কিন্তু ক্রমশ সবকিছুকে মিথ্যে প্রমাণ করে দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে এই ২০২০। যার নেপথ্যে রয়েছে একবিংশ শতাব্দীর অভিশাপ করোনা ভাইরাস। মুহুর্মুহু আক্রমণে ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী অতিমারির আকার ধারণ করেছে কোভিড-১৯। মারণ ভাইরাসের আকস্মিক আঘাতে তছনছ হয়ে গেছে বিশ্বের তথাকথিত উন্নত, ক্ষমতাশালী এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পদে সম্পন্ন প্রথম সারির দেশগুলির সমাজ ও অর্থনীতি। বাকি দেশগুলির অবস্থা এখন বলাই বাহুল্য। দারিদ্র্য কবলিত দেশ দরিদ্রতর হচ্ছে ক্রমশ, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কর্মহীনতা, অভুক্তের হাহাকার। এত বড় সার্বিক বিপর্যয় শতাব্দীতে এই প্রথম। ফলে শিশু থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ সকলেই শিকার হচ্ছেন মানসিক অবসাদের। মনোবল ভাঙছে একটু একটু করে। হারিয়ে ফেলছি ধৈর্য্য। জানা নেই এই অচলাবস্থার শেষ কবে। কল্পনার অতীত এমন এক অনভিপ্রেত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হওয়ার মত মানসিক প্রস্তুতি ছিল না আমাদের। এসবের থেকে নিস্তার পায় নি শিশুরাও। বড়দের মত মনের ভাব প্রকাশের ক্ষমতা হয়তো গড়ে ওঠে নি তাদের, কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অনিচ্ছাকৃত গৃহবন্দী জীবনে ভালো নেই পৃথিবীর নবাগত, ক্ষুদে সদস্যরাও। নতুন পরিবেশ, বন্ধুদের সাথে পরিচয় ঘটার প্রাক মুহূর্তেই তাদের সামনে চলে এসেছে একরাশ বিধিনিষেধ। পৃথিবীর অর্থটাই ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়নি যাদের কাছে তারাও চাক্ষুষ করলো মহামারী। করোনার প্রকোপ কেটে গেলেও শিশুমন কি ভুলতে পারবে এই শতাব্দীর সংকটের ভয়াবহ স্মৃতি? জানা নেই।

এখন আমাদের পারিপার্শ্বিকতায় শুধুই করোনার সংবাদ। সবেতেই মহামারীর বেপরোয়া চোখরাঙানি। উৎসব নেই, উচ্ছ্বাস নেই। জীবনের সবটুকু রঙ যেন শুষে নিয়েছে এই ভাইরাস। থাক সেসব মনখারাপের কথা। এতকিছু খারাপের মধ্যে এবার নাহয় কিছুটা ভালো খুঁজে নেওয়া যাক, যাকে আশ্রয় করে আমাদের এখন বেঁচে থাকা। করোনা আমাদের সবথেকে বড় যে উপহার দিয়েছে তা হল 'সময়'। লকডাউনের গেরোয় কিংবা সংক্রমণের ভয়ে আমরা কমবেশি প্রায় সবাই গৃহবন্দী থেকেছি বা রয়েছি দীর্ঘদিন। পেয়েছি অপরিমেয় সময় ও অখণ্ড অবসর। যা অতীতেও ছিল না আর ভবিষ্যতেও কখনো আসবে বলে মনে হয় না। মাস্ক আর স্যানিটাইজারের "নিউ নর্মাল" জীবনে ঘরবন্দী মানুষের রোজনামচা নিয়েই কিছু কথা ধরা থাক এই নিবন্ধে।

এতদিনের বাঁধাধরা, কর্মব্যস্ত জীবনে কিছুটা হলেও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছিল মানুষ। সময়ের অভাবেই হোক বা শারীরিক, মানসিক ক্লান্তির কারণেই হোক আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম অনেক সম্পর্ককে। বাঁধন আলগা হয়ে এসেছিল আত্মীয়তার। ফিকে হতে বসেছিল অনেক বন্ধুত্বের রেশ। অর্থ আর উচ্চাকাঙ্ক্ষার পিছনে নিরন্তর ছুটতে গিয়ে বড্ড বেশি ব্যস্ত করে ফেলেছিলাম নিজেদের। আর খোঁজ নেওয়া হতোনা দূরের আত্মীয় পরিজনদের। খবর থাকতো না তাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকার। ছেড়ে আসা স্কুল-কলেজের বন্ধুত্বগুলোর স্মৃতিচারণ বড়োজোর সীমাবদ্ধ থাকত ফেসবুকের লাইক, কমেন্টেই। বা অনেকের হয়তো সেই সৌভাগ্যও হয়ে ওঠেনি কখনো। করোনার জেরে হঠাৎ করে পাওয়া অবকাশ সুযোগ করে দিয়েছে একসময়ের কাছের মানুষগুলোর নতুন করে খোঁজ নেওয়ার। খোঁজ নিচ্ছি প্রিয়জনদের। ভাগ করে নিচ্ছি নিজেদের সুখদুঃখের গল্প। ফোনের কললগে গতানুগতিক কনট্যাক্ট গুলোর মধ্যে হঠাৎ করেই জায়গা করে নিয়েছে রাঙামামা, ফুলপিসি আর ছোটোকাকুরা। বাড়িতে বসেই বন্ধু, আত্মীয় পরিজনদের সাথে গ্রুপ ভিডিও কলিংগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে সম্পর্কগুলো এখনও আছে আগের মতই। এ তো গেলো শুধু দূরের সম্পর্কের কথা। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এতদিনের বাঁধাধরা কর্মব্যস্ত জীবনে অধিকাংশ মানুষই সময় দিতে ভুলে গেছিল তার পরিবারকে, ভুলতে বসেছিল কাছের মানুষগুলোর সাথে সময় কাটাতে। হয়তো বা বাধ্য হয়েই এই সম্পর্কগুলোও সীমাবদ্ধ হয়ে গেছিল কিছু নিয়মমাফিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যেই। এই হঠাৎ পাওয়া অবকাশ কাছাকাছি এনেছে পরিবারের সদস্যদেরও। এই সুযোগে মানুষ আবার ফিরে দেখছে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের পরিসরগুলি। "লকডাউন" ও "সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং" এর চাপে যখন বাইরের জগতের সব দরজাই একে একে বন্ধ হয়েছে। কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে সামাজিক মেলামেশা ও জমায়েত, তখনই মানুষ বাধ্য হয়েছে পরিবারের দিকে নজর ফেরাতে। সচেষ্ট হয়েছে সম্পর্কগুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিতে। মানব সভ্যতার এই ভয়াবহ দুর্যোগের দিনে মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে এতদিন ধরে একা বাঁচার যে নির্মম শিক্ষা বড় হয়ে উঠেছিল ভীষণভাবে, তা একেবারেই মিথ্যা। "লকডাউন" এবং "সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং" অবিশ্বাস্য পুনর্মিলন ঘটিয়েছে আমাদের একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে ভাইরাসময়, কর্মহীন, প্রায় স্তব্ধ পৃথিবীতে মানুষ নতুন করে আবিষ্কার করছে নিজেকে। সিলেবাসের চাপে গল্পের বই পড়তে ভুলে যাওয়া মেয়েটা আবার মুখ গুঁজেছে গল্পগুচ্ছ, শরৎ রচনাবলী কিংবা শার্লক হোমসের পাতায়। কেরিয়ার গড়তে গিয়ে লেখার অভ্যাস হারিয়েছিল যে ছেলে সে আবার লিখছে, শব্দ সাজাচ্ছে মনের মত। মুখচোরা যে মেয়েটা লজ্জায় কখনো আবৃত্তি শোনানোর সাহস পায় নি কলেজে, সেও এখন ভয় কাটিয়ে অসংখ্য শ্রোতার মুখোমুখি হচ্ছে ডিজিটাল প্লাটফর্মে। সংসারের যাঁতাকলে পড়ে রেওয়াজ করার সময়টুকুও ছিল না যে গৃহবধূর, সে এখন হারমোনিয়ামের ধুলো ঝেড়ে গলা সাধে রোজ সকালে। বাক্সবন্দী রঙ,তুলি আর পেন্সিল আবার আঁিকবুকি কাটছে সাদা ক্যানভাসে। আগুনের ভয়ে কখনও রান্নাঘরে পা রাখে নি যে মেয়ে, সেও এখন পাকা রাঁধুনি। রেঁধেবেড়ে খাওয়াচ্ছে তার পরিবার, প্রিয়জনদের। অযত্নে পড়ে থাকা ছাদের একফালি বাগান এখন জল পাচ্ছে নিয়মিত। "সময় নেই" এর অজুহাতটা নেই আর। বরং অবসর জুড়ে আছে নিজের জন্য অনেকটা সময়। এইটুকুই তো নতুন করে পাওয়া। অনেকটা খারাপের মধ্যেও এইটুকু ভালো থাকা। ভালো আছে প্রকৃতিও। অত্যাধুনিক নগরজীবনের দূষণ ও কৃত্রিমতায় প্রকৃতির যে স্বাভাবিক রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ চাপা পরে ছিল এতদিন, ওরা এবার শ্বাস নেবে প্রাণ ভরে। মহামারী শেষে সুস্থ প্রকৃতি ফিরবে তার নিজস্ব অবয়বে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে অতীতেও প্রতি ১০০ বছর অন্তর ফিরে ফিরে এসেছে এমনই এক একটি মহামারী, অতিমারির অভিশাপ। প্রাণ কেড়েছে বহু। একথা কঠোর বাস্তব যে, মানুষ তার জ্ঞান নিয়ে বুদ্ধি নিয়ে যতই বড়াই করুক না কেন শেষপর্যন্ত হার মানতে বাধ্য প্রকৃতির কাছে। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও এক আণুবীক্ষণিক, অদৃশ্য ভাইরাসের কাছে অসহায় মানবজাতি তার চূড়ান্ত নিদর্শন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই সময়টা থেকে যাবে এক মর্মান্তিক ইতিহাসের অধ্যায় রূপে। যার প্রত্যক্ষ সাক্ষী আমরা। তবে দুঃসময় একা আসে না কখনো। শিখিয়ে যায় অনেক কিছু। ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না, কর্মহীনের বিলাপ, পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষয়ে যাওয়া পা আমাদের শিখিয়েছে জীবনে "ভালো থাকা" র জন্য পেটে খাবার আর মাথার ওপর ছাদটাই একমাত্র আবশ্যক। বিশের বছর যদি সত্যিই বিষময় হয় তবে আরও না জানি কী বিপদ অপেক্ষা করে আছে সামনের দিনগুলোতে। তাই এখন মনোবল হারানোর সময় নয়, বরং প্রয়োজন আরও আত্মবিশ্বাসের, নতুন উদ্যমে উদ্যমী হওয়ার। অতিমারির বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই নতুনভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পালা এবার। আমরা জানি সময় লাগলেও অতিমারি থেকে মুক্তি মিলবে নিশ্চয়ই। আবিষ্কার হবে ভ্যাকসিন, পাওয়া যাবে প্রতিষেধক। স্বপ্ন দেখি সেই সকালের যেদিন সংক্রমণের কাঁটা নেমে আসবে শূন্যের ঘরে, সংবাদপত্রের শিরোনাম জুড়ে থাকবে করোনার পরাজয় স্বীকারের সেই বহু প্রতীক্ষিত সংবাদ। উঠে যাবে সামাজিক দূরত্বের বিধিনিষেধ। আর থাকবে না কোনো মৃত্যুভয়।শুনতে হবে না নতুন কোনো দুঃসংবাদ। এটুকুই প্রার্থনা- এই অভিশপ্ত সময় যেন আর ফিরে না আসে অদূর ভবিষ্যতে। কেটে যাক দুঃসময়। সেরে উঠুক পৃথিবী, নিরাপদ হোক আমাদের আশ্রয়। আবার আমরা শ্বাস নেবো ভাইরাসহীন মুক্ত বাতাসে। এখন শুধু দিনগোনার পালা........

কতদিন পুরী যাইনা,

বিচে বসে মদনমোহন খাই না।

জগন্নাথদেবের দর্শন পাই না,

জগন্নাথ দেবের ভোগ খাই না।

সকালে উঠে সূর্যোদয় দেখিনা।

এইসব এখন অতীত দেশ জুড়ে শুধুই এখন লোকডাউন।
পুরী, দিপুদার মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত একটি ভ্রমণ স্থান,যেখানে একবারই যাও আর একশো বারই যাও বাঙালিদের কাছে কখনো এই ভ্রমণ স্থানটি পুরোনো হয়না আর হবেও না।এটিই একমাত্র ভ্রমণ স্থান যেখানে বাঙালিরা তিন থেকে চার বার যাবেই বছরে।
এখানে কোনো মন্দিরকেই ছোট করা হচ্ছেনা না সব মন্দিরে প্রবেশ করলেই মনটা ভালো হয়ে যায়, কিন্তু কেন জানিনা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেই মনে যতই দুঃখ, কষ্ট,যন্ত্রণা, বেদনা থাকুক না কেন সব যেন নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে যায় আর কেও যদি মনে দুঃখ কষ্ট নিয়ে পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করে তার মনেরও সমস্ত কষ্ট নিমেষে উধাও হয়ে যায়,এটি সম্পূর্ণ নিজস্ব মত।
আর মদনমোহন, তার সমন্ধে যত কম বলবো ততই ভালো, পুরীর বিখ্যাত মিষ্টির মধ্যে অন্যতম একটি মিষ্টি হলো মদনমোহন,পশ্চিমবঙ্গের সাথে উড়িষ্যা মিষ্টি নিয়ে মামলা হয়ে গেলেও এবং পশ্চিমবঙ্গ জিতলেও মদনমোহন এর স্বাদ একদম ফেলে দেওয়ার মতো না।পুরীতে সবাই কেনাকাটার সাথে এই জিনিসটাও কেনাকাটা করে বাড়ি নিয়ে যায়।
পুরীর ভোগ, এটিকে নিয়ে তো বলার কিছুই নেই পৃথিবীতে যত দামিই খাবার হোক না কেন এই খাবারটির কাছে সব খাবারই হার মানাবে।
আর সব শেষে যখন পুরী থেকে ফিরে আসা হয় তখন মনের ভিতর কি যে কষ্ট হয় বলে বোঝানো যাবেনা,এখনো পর্যন্ত যত জায়গায় ভ্রমণ করেছি ওইসব জায়গা থেকে ফিরে আসার সময় মন খারাপ লেগেছিল কিন্তু পুরী থেকে ফিরে আসার সময় কেনো জানিনা মনের ভিতর আলাদাই একটা কষ্ট হয়, মনে হয় যেন কোনো কিছু প্রিয় বা আপন কাওকে ছেড়ে যাচ্ছি। আর যখন গাড়িটা সমুদ্রের রাস্তা থেকে টার্ন নেয় স্টেশনে যাওয়ার পথে আর যখন সমুদ্র আর দেখা যায় না তখন চোখ দিয়ে জল একফোঁটা হলেও পড়বে।
পুরী সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনা ইকটু শেয়ার করলাম।এই ছয় মাস বাড়িতে থাকতে থাকতে জীবনটা একেবারে একঘেয়ে হয়ে গেছে,মন মেজাজও সবার তেমন ঠিক নেই আর বোঝাও যাচ্ছেনা যে পরবর্তী পরিস্হিতি কি হতে চলেছে|

:DISCOVERY OF SELF:

Please say who am I ???
Where get my identity ????
Actually I am shadow...
but light come and erase me...
Again i create my shadow of life in dark of night...
Dark is bold and Light is sharp....
So sliently cure my shadow 's wound be soon..
Darkness of thought will lighted by moon...
One chance get for my self...By night dark's help...
Sun with dark and Moon with light...
I find myself in slient night....
Oh ! God when you here....
then I don't have any fear...
I would fight in the sun light...
In the night no one for fight....
Dark not ask who am I????
Society gives me lamp of light when the sun in height
for erase my foot sign..
Dark of night is mine....
Lonely morning and silent night ...
the wind sings love songs in the side...
The song gets louder ...
as the lyrics get prouder...
The society 's sleeply thought make me fall ...
Please say who am I in the all...

Arati Routh
WhatsApp no...6291027341
Department of English, sem 5

মানুষ হতে চাই

পৃথি বিশ্বাস

সাম্প্রদায়িকতা কি তা আমি বুঝিনা,
এ নিয়ে তাই অত যুঝিও না।
জন্ম যেখানে ধর্ম নির্ধারন করে দেয়,
লড়াই করা কি সেখায় খুব যুক্তিযুক্ত হয়?

ক্ষমতা যখন হয় মৃত্যুতে বিলীন,
ভাবাবেগ সেথা রয় অমলিন।
সত্য তো মানুষ কেবল আর মানুষের মন,
ধর্ম দিয়ে বাঁধতে পারে তাকে কোন জন?

কেন মিছে-মিছি হয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত?
যার যার কুঠরীতে সেই কুপকাত!
মানুষে-মানুষে যদি হয় ভাই-ভাই,
সহজ সরলীকরন তো ঐ কথাই কয়।

কি হবে করে বড়াই দুদিনের এই দুনিয়ায়?
মানুষ হতে পারাটাই কি কেবল বড় কথা নয়!

1))Life is repetitive and it's predictable
You study hard to get into a good college, then when you're older you must work hard to get a job, and then meet a nice guy and get married. But it still feels like a chore. We all grow old and die one day before we even turn 100 but we all try so hard to live decent life. Sometimes its feel like a boring and pointless.
But still who knows one day your boring life might turn into an exciting one. Some days were tough and some days were sad but sometimes fun always came along every once in a while, then every day feels like a full of excitement.So never lose your hope, you never know what tomorrow may bring for you.

2)Success doesn't come in a day. It takes a long time.. keep patient.. just silence and see what others say about you. Haters are not talk about the ordinary peoples. They like to talk about the celebrates or politicians. Put yourself in that place.. and look, they will talk about your name. And if you fall into the mud they will still laugh at you. So don't worry.Think of those who try to save you out from danger, even after you fall into the mud. This road is very difficult dear and life is very short. Don't think about those people at this moment,. just go

3))Because I'm a WOMAN You hold the primary power.. and you told me, i am half of the whole.. and this way you need to control me. According to you, we are weak because we are women's. As i grew up, you told me not to sit with legs apart not to raise my voice in crowd and not wear short or full length clothes because i am woman and you want to control me.
Because i am woman, so i should not have biceps or a fatty figure. Because i am a woman so i should not enter the temple during my five painful days.. and then i am become impure.
So dear PATRIARCHY society no one can be perfect.
Let me be perfect with my defection.
Neither you nor i'm perfect without the other.
Because i am a woman, people will force their thinking on me.
I am Woman and i am the light that my community needs.
I am the seed that will fall on their land and happiness will grow for all
Because I am WOMAN.

-----RIYA DEY
DEPARTMENT OF ENGLISH,5TH SEM

হঠাৎ শুভেন্দুর ফোনটা বেজে উঠল।ফোন কানে দিয়ে শুভেন্দু বলল, "হ্যালো! কে?"

অপর প্রান্তে ভীষণ কোলাহল, তারমধ্যেই বিশ্বনাথ কাকুর পরিচিত গলায় শুভেন্দু শুনতে পেল, "কে শুভ? তাড়াতাড়ি একবার নৈহাটি স্টেশনে সাবওয়ে গেটের কাছে আয়। তোর বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।

শুভেন্দু হাতের গামছা ফেলে দিয়ে গায়ের জামা পরে নেয়। তড়িঘড়ি বেরোতে গিয়েও তার মনে হয় কিছু টাকা নেওয়া উচিত, তাকের মাথা থেকে কৌটো পেড়ে দেখল সাতশো টাকা আর কিছু খুচরো আছে। তাই পকেটে ভরে নিয়ে শুভেন্দু প্যাডেলে চাপ দিল। সাবওয়ে গেটের সামনে পৌঁছে ও দেখল, বাবার মাথা দিয়ে রক্ত পড়ছে, শরীরের অন্যান্য জায়গাতেও ক্ষত চিহ্ন। শুভেন্দুর বাবাকে সবাই মিলে ধরে বিশ্বনাথ কাকুর টোটো তে তোলা হল। মাথায় চারটে সেলাই করে, হাত-পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে শুভেন্দুর বাবাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল। বিশ্বনাথ কাকুই শুভেন্দুদের বাড়ি পৌঁছে দিল।

ঘড়িতে দুটো বাজতে দশ মিনিট বাকি। শুভেন্দু বাবাকে খাইয়ে দিয়েছে। ওর বাবা এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে, ওষুধের জের বোধহয়।
শুভেন্দুর বাবার দোষেই নাকি দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল। এক স্কুল ফিরতি বাচ্চার চোট লাগে। অতঃপর ওর বাবা জনরোষে পড়েন। উড়ে আসে কিল, চড়, ঘুষি। মাথা দিয়ে রক্ত ঝরতে দেখেও কার ওর দয়া হয়নি। শেষে বিশ্বনাথ কাকু ও আরো কয়েকজন টোটোওয়ালা এসে উন্মত্ত জনতাকে নিরস্ত করে। শুভেন্দু খেতে বসেও ঠিক করে খেতে পারল না। ওর বাবা এমনিতেই বারো মাস অসুখে ভোগেন, তার ওপর ওরা এই ভাবে মারল। এইসব মনে করে শুভেন্দুর চোখে জল এসে গেল।
শুভেন্দু মাকে কিছু জানায়নি, আসলে জানাতে পারেনি। ফোন তো একটাই, সেটাও থাকে শুভেন্দু কাছেই। ওর মা বাড়ি এসে সব শুনলেন, দেখলেন। শেষে রাতের বেলায় খেতে বসে ছেলেকে বললেন, "হ্যাঁ রে আজ তো মোটে কুড়ি তারিখ তোর আমার মাইনে পেতে এখনো কম করে দিন পনেরো। সংসার খরচের টাকা তো শেষ, খাব কী আমরা?"
শুভেন্দু মায়ের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল শেষে ভাতের থালা ছেড়ে উঠে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাঁড়টা নামিয়ে আনল।
তারপর বাঁ হাতেই সেটাকে মেঝেতে ভেঙে ফেলে টাকাগুলো গুনে নিল। মায়ের হাতে টাকা কটা দিয়ে বলল, "বারোশো আছে। হবেনা এতে?"
মা হেসে বললেন, "খুব হবে। তুই কবে জমালি এতো টাকা?"
শুভেন্দু কিছু না বলে শুধু হাসলো। শুভেন্দু আর ঈশ্বর ছাড়া এই হাসির অর্থ বোধ করি আর কেউ বুঝলনা।

----SNEHA BISWAS

অপ্রবাহমান নবনীতা
লেখা: শিল্পা ঘোষ (সারা)
Wp No-8240850597

"দেখুন, জীবন সোজা নয়
জীবনে কিছুই সোজা যায় না
এমনকি কি হাত থেকে ঢিলটা ছুঁড়লেও
সেটা প্যারাবোলা হয়ে বেঁকে পড়ে "
- নবনীতা দেবসেন
(উল্টো -সোজা)

সত্যি তো জীবনে তো কখনোই কোনো কিছু সহজ নয়। সোজা ভাবে এগোতে গিয়েও আমাদের বেঁকে যেতে হয় বারংবার। জীবনের আনাচে কানাচে বাঁক। পথ হারিয়ে, গোলক -ধাঁধায় গন্তব্যের ঠিকানা বদলে গেছে বারবার।" জনপ্রিয় সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেনের কলমে "আরোগ্য" কবিতায় ছাপোষা জীবনের লড়াই যেন স্পষ্ট। প্রতিদিনকার জীবনে আমরা সোজা বলতে পারিনা। কিন্তু সামান্য উল্টে বললেই তা গ্রহণযোগ্য। হ্যাঁ সত্যি তাই।

" তুচ্ছ বাতাস, ঈশ্বরের ফুঁ
সেও খুব সোজা ধায় কী,
ক্ষণে ক্ষণে দিক পাল্টায়
আমি সামান্য মানুষ
আমি কি করে সোজা বলবো,"
-উল্টোসোজা

-- স্বপ্ন দেখতে দেখতে সামাজিক বাধাকে কাটিয়ে উঠতে উঠতে আর আমাদের সোজা বলা হয়ে ওঠেনা।

উনিশ শতকের সাহিত্য জগতের অন্যতম নাম কিংবদন্তি লেখিকা নবনীতা দেবসেন। ১৯৩৮ এর ১৩ই জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার হিন্দুস্তান পার্কে কবি দম্পতির(পিতা নরেন্দ্র দেব ও মাতা রাধারানী দেবী) "ভালোবাসা" বাড়িতে তার আবির্ভাব। ছোট থেকে

সাংস্কৃতিক আবহে তার বেড়ে ওঠা। তার লেখা পড়তে পড়তে পৌঁছে গেছি উপলব্ধির শেষ শিখরে।

" ওপরে ফাঁকা নিচে ফাঁকা সামনে ফাঁকা পিছনে
ফাঁকা সময় যখন আপনি ফাঁকি দেয়
সেই তো ইচ্ছার লগ্ন"

--দ্বন্দ্ব (নবনীতা দেবসেন)

-- তাঁর লেখার গভীরতা যেন অতল সমুদ্র। ইচ্ছা পরোয়া করেনা ভবিষ্যৎ, পরোয়া করেনা অতীত। স্রোত ধার ধারে না কখনো পাথরের দেয়াল ,আঘাতে দমেনি নেশা কিংবা কখনো তার কলমে ধরা পড়েছে ব্যতিক্রমী চরিত্র, উল্টো স্রোতের মানুষ যাকে সমাজ এককোনায় ফেলে রাখতে চেয়েছে সবসময়। সেই চরিত্র যে মানুষ ক্ষমতা রাখে ব্যতিক্রমী পথে হাঁটার। মনগড়া নিয়মের টান যে উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে --" একদা নির্জন রাত্রে অকস্মাৎ শূন্য আদালতে বিচারক, বাদীপক্ষ, উকিল, কেরানি একজোটে চায়ের টেবিলে গোল হয়ে আমাকে একেলা,

নিত্যন্ত নিঃসঙ্গ ,নগ্ন কাঠগড়ায় তুলে দ্বীপান্তরের ঠেলে দিয়ে, দলবেঁধে চায়ের মজলিসে ফিরে গেলো।

যাবজ্জীবন সেই চায়ের আসরে তোমরা বন্দী হয়ে আছো,

আমি পাল তুলে, ভেসে-ভেসে দ্বীপে চলে যাব" -- বাঁধাধরা অন্যায় অনিয়মের ঘেরাটোপে বন্দী হওয়া সমাজে সেই নিয়ম ভাঙ্গার মানুষ হলে কেউ সে অবাধ্য। গ্রহণযোগ্য নয়। তবুও সে দৌড়ায়, হাটে সেই অবাধ্যতার পথে।

নবনীতা দেব সেন যখন সাহিত্যচর্চায় রত তখন স্বাধীনতা-পরবর্তী কাল। সাহিত্য পরিদর্শনের মূল তত্ত্ব হিসেবে তিনি বলেন- " সেতুবন্ধনই শিল্পের কাজ। সেতু বন্ধনই জীবনের কাজ । কোন সৎ শিল্পী জীবন কে উপেক্ষা করেন না, হয়তো বা শত্রু ভাবে ভজনা করে। জীবনকে স্পর্শ করার তীব্র ইচ্ছে আর আহত হবার ভয় দুটো যখন একসঙ্গে কাজ করে তখনই এই "বিচ্ছিন্নতার উৎপত্তি" হয় মানুষের মধ্যে"

সাহিত্য আবহে গড়ে ওঠা নবনীতা দেবসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ কাল হল ১৯৫৯ সাল "প্রথম প্রত্যয়"।

- "প্রথম প্রত্যয়" প্রকাশের সময় তাঁর বয়েস তখন মাত্র কুড়ি। "প্রথম প্রত্যয়" কাব্যগ্রন্থে তার প্রেম কন্ঠ আবদ্ধ হয়েছিল -

" কেউ বলুক, না বলুক,তুমি সব জানো।
তবু কোথাও পাহাড় আছে,
ছোট কথা বড় কথা ছোট দুঃখ বড় বেদনা সব ছাড়িয়ে
মস্ত এক হাসির পাহাড়।
একদিন সেই পাহাড়ে ঘর বা ঁধবো
তোমার সঙ্গেই।
লোকে বলুক না বলুক তুমি জানো"

১৯৫৮ সালে নোবেলবিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৯৭৬ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

এই কিংবদন্তি লেখিকা ২০০০ সালে , মা রাধারানী দেবীর জন্মদিনে গড়েছিলেন বাংলা ভাষায় নারী লেখিকাদের নিজস্ব দল "সই"। তিনি বিশ্বের প্রথম "সইমেলা" নামে বইমেলা সৃষ্টি করেন যা নারী লেখিকা ও নারী প্রকাশকদের নিয়ে তৈরি।

কবি নবনীতা দেব সেন কখনোই প্রত্যক্ষ নারীবাদী লেখিকার তকমা পাননি কিন্তু তার লেখায় নারী সমাজের অগ্রগতি কিংবা বলা যেতে পারে তাদের লড়াই এবং অপরাজিত মনোভাব ফুটে উঠেছে। নারী সমাজের চিত্র কখনই স্থান পাননি তার লেখায় বরং এক প্রতিবাদী চেতনা তার লেখায় লক্ষণীয় -" দুঃখ তাকে তাড়া করেছিল
মেয়েটা ছুটতে ছুটতে ছুটতে কি আর করে? হাতের চিরুনীটাই ছুড়ে মারল দুঃখকে
আর অমনি চিরুনির
একশো দাঁত থেকে গজিয়ে উঠলো হাজার হাজার বৃক্ষ শ্বাপদসংকুল যখন অরণ্য ,
বাঘের ডাকে ছমছম অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল দুঃখ।"

-মেয়েটা (নবনীতা দেবসেন)

পুরুষ ও নারীর সমক্ষমতায় বিশ্বাসী ছিল নবনীতা দেব সেন।

❑ Neglect of primary healthcare and education in India are reasons for its backwardness.

In the past, the basics of humans were food, house and clothes, but at this period health and education have also included in this. A healthy child comes with healthy education and good healthcare. If the base of a building is good, then the building will be strong. Similarly, if the children will be strong with knowledge and health, then the country will stand strong in front of their enemies. Education is the medicine that can cure the evil of our society. There is a saying that "if a woman is educated then the women will educate the whole family". Health polishes our mind and our intelligence because good health gives good and efficient capability and ability.

The history of India is not good with reference to health care and education. Earlier only men or boys got the facility of education, along with this the healthcare facilities were poor and women were in very bad condition. Between 1951 to 1921, the healthcare facilities improved by the improvement in technologies, communication, accessibility to resources, whereas before 1921 there were high birth and death rate. Death rates were high because of epidemics, sanitization and other reasons. In this period, education was stuck to only a few parts of our society. The richer or teachers only studied. Healthcare facilities developed at a faster rate between 1961 to 1981 and after that the death rate declined and the birth rate was still higher with a 2.2% growth rate.

Healthcare facilities were still away from villages. They were located mainly in the urban areas. There are huge examples in our past that people died on the way to the hospital. Due to poor health facilities, many women have lost their newborn children and have got differently abled children or with some chronic diseases.

Poor villages were prone to bad sanitization, dirty drinking water, lack of toilets, so there were bad health of people.

After Raja Ram Mohan Roy, who put his foot forward to stop Sati Pratha, then after the situation of women changed or they entered a new era and also they started getting education. Education has brought a new renaissance period in the woman's history. They go forward for the independence of India. They also gave their important role in many fields like artisan, agriculture, pottery etc.

Education was mainly given in English and Hindi language but more concern was given to the English language.This was also because the teaching of science and technology was in English, as they were mainly developed in Britain. When India got Independence, at the time other European countries were more developed and stood on another step from India. Other countries have given main focus to its business or industrialization along with health and education.

When India got independence, only 1% of families of India have their own personal toilets and the rest of all go outside, this challenges healthcare.

Healthcare facilities were acknowledged in poor areas or villages because large family size

.In 1901, the Indian population was 238.4 million which increased to 1210 million in 2011. This shows that how rapidly the Indian population was rising. The fertility rate of poor people was high in comparison to rich people or educated people because the uneducated people have large family size and they believe that they need many hands for work whereas they left to think that how they will feed large number of family members in small income amount. So this leads to low or poor health condition.

Education and health facilities directly or indirectly go on a parallel line. Educated people know the value and good effect of a healthy life so they try to keep their surroundings healthy whereas in lack of knowledge and educated people do not give their concern to sanitization. Nowadays, health facilities are very expensive, so poor people could not access to them. We should do work that the prices could go down so that the poor could also access these beneficial availability. Yet there were other loopholes also, like sometimes it found that a government hospital suffers from lack of beds or other facilities in hospital this has also effected the poor, because poor people have income that they could go to a government hospital for their treatments.

If we will be able to provide good health and good education to each and every children of our country, then we will get a good mind with intelligence and high IQ level. This could be done when we will be true in relation to our jobs. It will pay our income tax that could help the poor. The new education policy of 2020 will help to the children and it will help the poor, that by this policy the poor could take education according to their needs and they will also get jobs as soon as possible, this will be able to help their family and their motherland.

When poor people will get jobs then the amount of crime in rural areas will be lower and this will continue to other areas also. Education can give them the right path so that they can help or give their contribution in society.

If education is a seed, then healthcare is an essential nutrient that ultimately gives rise to a fruit bearing plant.

Name: Apeksha Gupta
Roll No: 0042
Subject: Geography (Honours)
Semester: 5th Sem.
College: Rishi Bankim Chandra College for Women
WhatsApp No: 9433777526

Talking with my nous

-Sohag Singha

The footsteps of the clock,
Just nearby the flock
Of the memories,so bad—
"Stop it,you lad!"

I shall,I will,
I must do until
I find the answer
Why I blamed my cancer
And why those nights
Pushed me in the fights
With my belief,my hope
And turned me into a mope.

"Remember the memories,
Behind the queries,
You thought,you broke,
You left to provoke—
Your nous,your sleep,
Your patience,so deep."

I asked,was tasked
But sunk in the dusk
Like the sun in the west—
Alas! I was left in jest

"Remember their gain,
Though precious but in vain—
They stole the whole
And snatched the goal
But you were very right
While fighting the fight
With pure 'n kind heart
I wonder you weren't alert!"

I gripped,I tripped,
Ah! they too had flipped.
I stumbled,I crumbled
And oh shit! I was humbled.

"The people who left
Are those who theft.
You tried,you cried
But you'ven't realized
That you're the one
Who led like a swan

They chased,they faced
But you raised ahead."

I did,I hid
To be free,to get rid
From them who shouted,
"You rascal!,you knobhead!"

"Wait until the jiff
Arrives with the grief
And behind its back
With the mockery of luck
To make them taste
The bitterness of being best
By fob,by jiggery,
By pushing you in misery."

I failed,I lost,
I was left in frost.
I fought,I thought
If the lost was brought,
Would it clap and flap
Or would it be a trap?

"Wait and see.
Don't murmur like a bee.
Quest for the flower
But beware of the mower."

Yes,I can.
I swear to be done
On time,being fine,
Success will be mine.

"The days are coming.
Beware,they're looming.
How funny,you're frightened!
Remember,you're lightened."

Now I promise to be humble
But never like a dumbbell.
I'll gather the power
And sprinkle like shower.
I'll strengthen my wrist
And fist you like a beast—
Hey darkness,you fool!
How dare you to rule!

Name : Sohag Singha Whatsapp No. :9903730728
Email Id : sohagsingha02081999@gmail.com
College : Acharya Prafulla Chandra College
Semester : Sem-V Department : Chemistry (Honours)

SHRAMANA TALAPATRA
DEPARTMENT OF ENGLISH
SEM 3

:স্বাধীনতা:

আত্মঘাতী বেকারত্বের স্বপ্ন,

বন্ধ হোক নির্ভয়াদের আর্তনাদ

ঘুঁচে যাক বিদ্বেষ, ভ্রাতৃত্ব আনুক সমন্বয়

ফুটপাথবাসীর হোক বাসস্থান।

আগ্রাসী মনুষ্যত্ব নিভে যাক,

পরাজিত হোক নির্মম শোষণ

সার্থক হোক প্রতিটি স্বাধীনতা,

তেরঙ্গা উড়ুক আকাশে,

বন্ধন হোক চিরন্তন।

- শ্রমনা তলাপাত্র

THE WAY OF LOVE

Love is the highest form of generosity,
But I believe;
It is all about giving someone priority.
Which I always give you,
So I hope,I can listen you.
Not just when you speak,
But also when you feel weak.
My mind has a tendency to wonder,
But believe me;
All the words of you are still remembered.
Whenever,I find the crimson in your lip,
All the anxiety of my mind, I skip.
Because I love you in a way,
Which I am not able to say.

------SHANTI RABIDAS
RISHI BANKIM CHANDRA COLLEGE FOR WOMENS

Lakiraan Vich Likh Di Kyu Judai...

Kho gaya,gumm ho gaya waqt se churaya tha jo,apna banaya tha,wo tera,wo mera sath nibhaya tha jo,apna bnaya tha' she is humming the song.while sitting in her balcony and anonymously playing with the ring in the finger.She glance at the ring for a whileyes it is her engagement ring.She will be married soon but she is not happy with her condition.Her sister enters the room quietly to check whether she is okay or not. Today Riya,her sister is tensed with Rohini's condition. Riya checked
her after every 30 minutes. Today it's a full moon night and Rohini is missing something. Yeah...she is missing a touch,a touch from someone special.. PE.PE.PEEEEE..PE.suddenly the sound of the horn broke her apathy.Annoyed, she looked down from her balcony and a wide smile appear on her face."Come Rohinilet's have a long drive"he said gesturing towards the back seat of his bike.YESSSSs...she jumped with excitement,this is what she was missing."Five minutes,I'm coming'she replied to Avi, her fiance.After a while she got ready and looked into the mirror: PERFECT!!!'she said to herself.She reached the entrance leaping like a frog."WOW...you look gorgeous my queen he replied after observing her for few seconds,she blushed a little: You know what,you look more pretty while you are blushing Ruhi" he said with a cute smile. The name 'Ruhi' made her heart skip a beat.She thought for a while how much she waited to hear it from him.Yes, Avinash used to call her 'Ruhi,a nickname that she loves the most."Thanks but can we go now!m excited for the ride' she replied. He tilted his head on the
right and with a smile in his face he replied "Yeah.Sure."He started the ignitiorn, she climbed up the seat and hold his shoulder" Hold me tight Ruhi I'm going to pick up speed he said."'NO! please take it slow" she replied."Take it easyjust hold me tightly'he pulled her arms and wrapped it tightly against his waist.'Now it's ok.right?" he asked, she gave him a little nod.. After driving at least 5kms they reached near a poolside.All the way they were discussing about the undergoing wedding arrangements after the engagement ceremony in their home.

.Once he said "I love christian weddings.you in white and me in black" but they agreed to the hindu rituals. Sometimes she also dreamt the same.A smile appeared on her lips,how similar their thoughts were. Suddenly he stopped the ignition and gestured her to get down."Where are we now?'she asked while moving her eyes side by side.While she was in her dreams she didn't notice that this place was having slow traffic and a bit calmer than the rest."It's one of my favourite place"he replied"But no one is here,it's all empty and dark" she replied with confusion in her eyes."'It's not emptyyou and me are here and it's not dark today it's a full moon night'he cleared.She walked in the place for sometime to get a clear look of the area.The place was odd but a bit romantic for them. She turned around and found no one there."Where are you Avi?'she asked with a scary face."Here Ruhi" he raised his hand and replied"Oh! but why are you Ilying on the ground?'she asked again."'Ssshhhh!..just come here by my side,don't spoil the mood dear"'he replied.She followed his instructions and adjusted her head on his arm.Hey! it's a nice view just look at those stars'she said with a glowing face."Yes and look at the moon,glowing so nicely just like you'he replied and turned to face her"Yeah...and you are like the stars always being my side'she replied,both of them started blushing:1 wish to be like this forever! just wish to be with you'he said"But why?"she raised her eyebrow and asked him with a teasing tone."If you want to know then just close your eyes'he said with a sweet voice and wicked smile.She followed his instruction and closed her eyes.Five minutes passed nothing happened "Avi? Are you here?'she asked with her eyes closed.Nothing came for her question,slowly she opened her eyes. She rotated her head back and forth but no one was there by her side.The moonlight was present as usual but the

stars were glowing more brightly... "DI.DI.get up please" a voice struck her ears.She gets up fast and saw her sister standing in front of her"Again you came here and how long will this last?"'her sister

asks.'How are you here and where is he?"she asks with a searching look.'DI...PLEASE,stop this,no one is here,lets get back it's being cold here" she replies with a irritating tone.'NO NO listen he is here" she replies quickly"'STOP IT DIpleaseHE WAS DEAD,HE WAS No MORE,lets be back and tomorrow we will consult a psychiatrist'she says with her hands folded"NOooo NO NO'she screams. Her mind goes on flash back.Two years back they came to this very place,exactly like today.That day was also a full moon night,they were happy and spent their happiest night on this place.While returning home they were busy talking talking to themselves,actually they were planing for their next month wedding.They were discussing about the arrangements and the dresses they will be wearing. Suddenly a bright light strucked their eyes and before they could understand anything the incident happened.. "NOOooOo'she screams again and opens her eyes.A flood of tears rushes down her cheeks."You are lucky that you got saved that day,now please can we be back?" Riya asks irritatingly Avi Da was having only one helmet.you were lucky that he offered that to you" Riya says with a low voice."I wish he didn't" Rohini says on her own.Tm tired running after you like this on every full moon night.lt's enough nowwe will meet the psychiatrist tomorrow and it's final'Riya says firmly'And yes dad has fixed your wedding with Rohan you are already ENGAGGED,look at the ring.You can't be like this foreveryou have to move on'Riya adds this and hugs Rohini tightly. She lookes up to face her sister.Avi is standing behind her sister."Tm always with you dear and I will be forever.But please move on.'he says. If you ever feel lonely just come here I will always be waiting for you, Ruhi' he adds with tears in his eyes.Rohini wipes her tears and says "Lets go'. They started to walk towards the road. Suddenly she turns around YESsSS...he is standing there,exactly at the same place where she was lying a few minutes ago .”Ilove you.l will be back soon" she says."| love you too Ruhi"he replies with a smile and gestures her a goodbye!..

#SOME PEOPLE LOVE TO LIVE IN HALLUCINATION THAN ACCEPTING THE
TRUTH #SOMETIMES OUR PAST GAVE US SHOCK BUT IT ALSO GAVE US THE STRENGTH
TO MOVE FORWARD

NAME:-ANKITA PAUL (CEMA) SEM:-5 cOLLGE-RISHI BANKIM CHANDRA COLLEGE FOR WOMEN

आधुनिक युग की नारी

आधुनिक युग की नारी अपने पैरो पर खड़ी होने लगी हैं , वह पहले जैसी लाचार और मजबूर नहीं हैं । फिर भी वह कही ना कही असंतुष्ट हैं । चाहे वह हाउसवाइफ हो या नौकरी करने वाली हो, आज भी औरत का कामकाजी होना जहां उसकी विवशता बनता जा रहा हैं , वही यह उसकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक भी हैं। कामकाजी औरत की दिनचर्या काफी व्यस्त रहती हैं ।वह सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी काम में लगी रहती हैं ।सुबह तो ऑफिस जाने की तैयारियों में बीत जाता हैं , और सारा दिन ऑफिस के काम के बोझ तले निकल जाता हैं , पता ही नहीं चलता हैं कि कब शाम हो गई। जब ऑफिस का काम खत्म होता हैं तब घर लौटने का समय हो जाता हैं । शाम होते ही वह बिल्कुल थक जाती हैं , वह जैसे तैसे घर लौटती हैं ।

घर पर बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं । जैसे ही मां को आया देख कर वे उनसे लिपट जाते हैं। बच्चो के बीच कामकाजी औरत की थकान मिट जाती हैं । वह उन्हें प्यार करती हैं , खाने पीने की चीज़े देती हैं , फिर पति महोदय का आगमन होता हैं । अब वह उनके स्वागत में जुट जाती हैं , उन्हें चाय कॉफी मुस्कुरा कर देती हैं , उनके साथ बाते करती हैं । कामकाजी औरत अपने ऑफिस का चोला उतार कर पूरी तरह से घरेलू औरत बन जाती हैं । वह डिनर बनाती हैं , बच्चो का होमवर्क भी कराती हैं , उसका ध्यान सभी ओर रहता हैं ।

कुछ नारियां तो समझ ही नही पाती कि वो असंतुष्ट क्यूं हैं ? बस रोज की दिनचर्या में व्यस्त रहती हैं , कुछ को कारण तो पता होता हैं, पर दूर करना नही चाहती , असल में वह अपने अस्तित्व को पहचान नहीं पाती हैं। नारी हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हैं , चाहे वह आज की नारी हो या कल की , कभी कभी वह साड़ी और मेकअप को दायरे में रख कर खुश हो जाती हैं , और वो अपनी दिनचर्या से ऊब जाती हैं। औरतों को कभी कभी अपनी मनपसंद की चीज़े भी कर लेनी चाहिए । अपने व्यस्त जीवन में से अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए।

अपने मनपसंद कार्य करे , कुछ रचनात्मक कार्य करे , अपने प्रियजनों से बाते करे, कुछ ना कुछ नया करिए । साहित्य पढ़े , ऐसा करने से वह सभी को खुश कर सकती हैं , और खुद भी संतुष्ट और खुश रहेंगी । नारी चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए या कामकाजी हो जाए पर उन्हें अपने आप पर भी ध्यान देना।

मिलाप उल्लास के कुछ घंटे

मन में थोड़ी घबराहट , चेहरे पे थोड़ी मुस्कान और थोड़ा डर लिए मैं उससे मिलने जा रही थीं। वो हमारी पहली थी । घर से निकलने से अपनी मंजिल तक पहुंचने का फासला काफी लंबा था , जिसके हर एक कदम पे कई सवाल मेरे सामने आ जाते थे "क्या मैं सही कह रही हूं?मेरी उससे मुलाकात का फैसला गलत तो नहीं हैं? क्या मुझे सच में जाना चाहिए?..."इतने में मेरी ट्रेन आ गई और मैं उस पर चली गई । मेरे मन में अब भी कई सवाल , कई बाते चल रही थीं।वो मुझसे मिलने बहुत दूर से आ रहा था ।मैने उसे पहले देखा जरूर था पर केवल तस्वीर में , हमारी बाते भी कई बार हुई थीं पर केवल टेलीफोन पर। आज ही वो दिन था जब हमारी मुलाकात होने जा रही थीं । इतने में मेरी स्टेशन आ गई और मैं ट्रेन से उतर गई । हमने एक निश्चित स्थान पर मिलना तय किया था पर उसकी गाड़ी एक घंटे लेट थी इसलिए मेरा ध्यान केवल ट्रेन की आवश्यक सूचनाओं पर थी जिससे मैं यह निर्धारित कर सकू की ट्रेन कितने देर में आयेगी और कौन से प्लेटफार्म पर आयेगी ताकि मैं जल्दी ही पहुंच सकू। यहां जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ मुझे हिंदी सिनेमा का सीन सा प्रतीत हो रहा था । उसके ट्रेन की सूचना मिलने पर मैं तुरंत वहा पहुंची पर फिर मुझे पता चला कि ट्रेन आने में अभी थोड़ी और वक्त हैं , तो मैं ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगी ।जैसे जैसे समय बीत रहा था मेरे दिल की धड़कन बढ़ते जा रही थी और इतने भीड़ में भी मेरी धड़कन की आवाज से मुझे और कोई सुनाई नही जान पड़ता पर फिर मैने खुद को संभाला और उसका इंतजार करने लगी । थोड़ी देर बाद ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई , मेरे मन में उस वक्त थोड़ी खुशी भी थी, थोड़ा डर भी था और मन थोड़ा घबराया हुआ भी था। इतने में ट्रेन मेरे सामने आकर रूकी इतने में पूरा स्टेशन यात्रियों से भर चुका था, पर मेरी आंखें उस भीड़ मै केवल उसे ही ढूंढ रही थीं। उसी समय थोड़े दुर पे कोई मुझे अपनी लगेज के साथ खड़ा हुआ दिखा, पर मैं इतनी भीड़ में उसे स्पष्ट देख नही पा रही थीं। लेकिन मैं इतना जरूर समझ गई थीं,की ये वही हैं। ये वही हैं जो मेरे लिए इतनी दूर से आया हैं और जिससे मैं मिलने आई हु ।

मैं धीरे - धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और जब मै उसके पास गई, वो मुझे थोड़ा अलग सा लग रहा था और एक पल के लिए मैंने सोचा 'क्या ये वही हैं? या कोई और ...?' इतने में वो मुस्कुराया और बिना कुछ सोचे उसे गले लगा लिया। उस वक्त मुझे मेरे सामने केवल वही दिख रहा था और कोई नही। फिर उसने अपना भारी सा लगेज लिया और आगे बढ़ने लगा। यह शहर उसके लिए एकदम अनजान था, यहां के लोग उसके लिए अंजान थे, यहा की भाषा उसके लिए अंजान थी, इसलिए चलते चलते बार बार वो मेरी तरफ देखता और मै भी उसे देखकर मुस्कुराती। मुझे इस बात की खुशी थी कि वह मेरे से मिलने आया हैं पर दुख इस बात का था कि वो केवल कुछ ही घंटों के लिए यह ठहरेगा । उसके बाद हम उसके लिए उसके रहने की व्यवस्था ढूंढने लगे । हमारे पास एक दूसरे के साथ थोड़ा ही वक्त था क्योंकि मुझे अपने रिश्तेदार के यहा भी जाना था , और वो इसलिए क्योंकि मैंने घर में सबको यही बताया था कि मुझे किसी कारण से उनके यहां जाना आवश्यक हैं। यहां उसे घर की व्यवस्था ढूंढना काफी मुश्किल मालूम पड़त रहा हैं , पर थोड़ी ही देर बाद उसे एक दिन के लिए एक घर मिल ही गई और मैं वहा से जाने लगी । मेरे रिश्तेदार का घर थोड़ा दूर था इसलिए मुझे वहा जल्द ही पहुंचना था क्योंकि पहले ही इतनी देर हो wapचुकी थी । इसलिए वह मेरे साथ थोड़ी दूर चला और फिर मैं बस से वापस वापस लौट गई। मेरा मन वहा से जाने का बिल्कुल नही था, पर मुझे जाना तो था ही। मुझसे सुबह होने तक का इंतजार नहीं हो रही थीं क्योंकि अगले दिन मैं उसे अपना शहर दिखाने वाली थीं। सुबह होते ही मैं उसके पास चली गई और वह भी अपने लगेज के साथ मेरा इंतजार कर रहा था ।

पर हमारे पास केवल कुछ ही घंटे थे एक दूसरे के साथ बिताने को और फिर हम वहा से पहले मंदिर गए भगवान का दर्शन किया फिर वहा से हम एक मशहूर बाजार गए जहां तरह तरह की सामने मिलते हैं । इतने में अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रह गए थे , जिससे मेरी आंखें थोड़ी नम सी होने लगी ।अब हमारे बिछड़ने का समय करीब आ चुका था क्योंकि केवल एक घंटा ही हमारे पास था । हमलोगो ने खाना खाया और खाते खाते ही स्टेशन की ओर चल दिए । मुझे खुद को संभाला नही जा रहा था , मैं बस अपनी आंसुओं को छिपा रही थीं ताकि वह कमजोर ना पड़ जाए। हम स्टेशन पे उसके ट्रेन आने तक बैठे रहे और हमारे पास कुछ मिनटे ही बची रह गई थीं । मैं उससे नजरे मिलाना चाहती थीं क्योंकि मेरी आंखें नम थीं और उससे बार बार पूछ रही थीं कि "हम दुबारा कब मिलेंगे? तुम कब आओगे?" और वो मुस्कुरा कर कहता "जल्द ही आऊंगा तुम परेशान मत होना और मेरा इंतजार करना!" इतने में उसकी ट्रेन आ गई । ट्रेन वहा दस मिनट रुकने वाली थी इसलिए मैं भी ट्रेन में उसके साथ चढ़ी और उसकी सीट पर थोड़ी देर बैठी रहीं।मेरी नजर घड़ी पर बार बार जा रहीं थी मैं यह सोच रही थीं की काश यह ट्रेन खराब हो जाए या थोड़ी देर और रुक जाए पर वो मेरा सोचना बस बचपना था । वह ट्रेन पे अपनी सामान रखकर मेरे साथ उतरा और कहा 'तुम अपना ध्यान रखना।' इतने में ट्रेन की सीटी बजी और वो ट्रेन पर चढ़ गया ।वो ट्रेन के दरवाजे में खड़े होकर मुझे हाथ दिखा कर अलविदा कह रहा था पर मैं उसी जगह काफी देर तक खड़ी रही। मैं उसे देख नही पा रही थीं, क्योंकि मेरी आंखों में आसूं छलक रहे थे । उसके आने से जाने तक का हर पल मुझे अब भी रुलाते हैं ।

मेरे ही आंखों के सामने कब ट्रेन आई और चली भी गई मुझे पता तक नहीं चला। ट्रेन के जाने के बाद भी काफी देर तक मैं उसी जगह खड़ी रही और थोड़ी देर बाद वापस आ गई। उसका मेरे पास होने का एहसास मुझे उसके जाने के बाद भी हो रहा था।
यह हसीन पल मेरे यादों की अलमारी में हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेगा।

----Ritu Shaw

The Last Meeting: Destiny Rules Over All

Aparajita Chakraborty, Department Of Biotechnology, St. Xaviers' College, Calcutta Mob. No/ Whatsapp no. -9674036903

The steady rushing of the winds hovered outside, followed by drops of the rain with it's sounds' pitter-patter', pitter-patter'. I was immersed in my chemistry book, slowly winding through the pages of 'electrochemistry', 'chemical bonding', and so on, though could not concentrate so. A number of thoughts rumbling through my mind, along with the rumbling of thunder outside. Despite my hardest effort, I could not shove them off; he kept coming again and again, he continued to visit me even in my wildest dreams. Nevertheless, I closed the book for a while, and slowly my eyes started to droop. I, Aparna Chakraborty, had met 'him' first at college. The same class, same department(biochemistry), same stream. 'He' was none other than Tanmoy Roy, a decent guy with studded looks, and a dashing attitude. On the first day of class as he entered, there was not a single girl who couldn't stop but give a glance at this guy from the corner of their eyes, including myself. He came and gave a short introduction about himself, while I did so too. Thereafter, gradually our friendship grew which slowly turned to love. There wasn't a single moment, as far as I could recall, we had failed to chat or discuss our thoughts with each other. But things didn't run as smooth as per my expectations, much to my sheer disappointment. He didn't turn out to be the type of person as I had expected, the type which I've always wanted or craved for. His increased obsession over me grew day by day, which he termed 'love'. Eventually, I couldn't take it any more, and realized to take a drastic decision of my life, to get separated. At last one day, I demanded a break-up to which he didn't respond at first. But then he attempted to do something, one could ever have imagined even in his/her wildest dreams. He tried to jump off the terrace of his house, but luckily his mother, being present there, had arrived just on time and caught him by the wrists. After that, I never contacted him, nor hold any wish to do so. He was never to be seen again.

A noise just woke me up, from my trance in an instant. I looked up to find the room empty as before, the noise of rain and thunder still rumbling outside. Whoa, again those same thoughts racing through my mind. But why couldn't I shake them off, why, why, why. I looked up at the clock ticking slowly on the wall- it was 9.30pm. Yeah, nearly 15mins to go before I start my online English session with my six Nigerian students. My parents weren't home yet, they had gone to attend a family wedding. They had tried to convince me to go with them but I didn't feel like, and moreover I had to teach my enthusiastic learners, who would be eagerly waiting for me, pens and notebooks ready in hand, for my lecture which they enjoyed so much. No, dinner time had arrived, and I made my way towards the kitchen. No sooner did I enter, than the loud buzzing of the calling bell made me jump to my feet. Guess, they had finally arrived. I rushed towards the door, my excitement knowing no heights. As I opened the door, I received something which I wasn't exactly prepared for. There standing in front of me, in a disheveled manner, was none other than my 'ex'; yes you've guessed it right. That same face, that same style..yeah it was him. 'Tanmoy.. you…'what on earth', until I couldn't say no more. He spoke up promptly' Hey Aparna..how are you doing?' 'I….I…' I couldn't say anything more, My voice got heavy and I was at a loss of words, frantically searching for them. 'Sorry to bother you again…' he spoke again, 'but I couldn't help myself from coming.. I just had to see you one last time, before I go. I'm glad to see you're doing fine. Anyways, I wish you all the best for your future, and your career. I really love you dude. And.. I am sorry for everything I've done with you in the past. Forgive me if you can. Goodbye…', and then he disappeared in an instant. I stood there for some time, frozen as ice, trying to recall at what just happened a little while ago. I slowly collected myself, and then, don't know why, for a split second of time, decided to watch some news. As I switched to the news channel, the headlines flashed abruptly on the screen,' car accident on Sukanta Setu Bridge, young boy aged between 25-30 years found dead in car.Time -between 6-8pm. Possibly he was drunk, name Tanmoy Roy….' I stood dumbfounded for some time. I couldn't believe my own ears.

What did I just hear?- Yeah indeed that same name yes it was him. For a moment, I stopped dead in my tracks, my heartbeat stopped for a second, I felt. I closed the TV and went towards the kitchen, the hot food and plate in hand. I started to eat, while waiting for the arrival of my parents. Yes, indeed destiny plays it's own game and follows it's own set of rules.

প্ল্যাটফর্মে পা দিতে দিতেই ট্রেনটা নাকের ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেলো৷ আবার সেই ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে ট্রেন। রাত ন'টা বেজে গেলেই হবিবপুর স্টেশনটায় যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা নেমে আসে৷ যাও বা একটা টিউবলাইট লাগিয়েছে তাও বেশিরভাগ দিন জ্বলেই না৷ বেছে বেছে সেদিন অফিস থেকে আমাকে এখানেই কেন ট্রান্সফার করেছিল তার সদুত্তর আমি আজও পাইনি।

তবে হ্যাঁ আমার ট্রান্সফার বিষয়ক কথাবার্তা চলছে, খুব শীঘ্রই হয়তো এই জায়গাটার হাত থেকে মুক্তি পাবো৷ বেশ খিদে খিদেও পাচ্ছে, ব্যাগে যাও বা একটা বিস্কুটের প্যাকেট ছিল তাও আসার সময় সেটা অফিসের সামনে বসে থাকা সারমেয় বন্ধুদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হয়েছে৷ ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়ার থেকে এখানে ভগবানের দর্শন পাওয়া বেশি সহজ, তাই নিতান্তই অসহায় হয়ে বসে রইলাম ট্রেনের অপেক্ষায়৷

-"আরেকটু আগে এলেই কিন্তু ট্রেনটা পেয়ে যেতেন " হঠাৎই একটা নারীকন্ঠ ভেসে এলো আমার দিকে। যেখানে রাত বাড়লে ভূতে আসতেও ভয় পায় সেখানে একটা মেয়ের গলা? খিদের জ্বালায় কি মানুষ ভুলও শোনে?

-"কেউ কিছু বললে একটা প্রত্যুত্তর দিতে হয়৷ শহরের মানুষরা কি সামান্য ভদ্রতাও জানেনা নাকি?"

না না, ভুল নয়, ঠিকই শুনেছি৷ রীতিমতো শহরের লোকদের অপমান করছে৷

-"শহরের লোকরা প্রত্যুত্তর দিতে অবশ্যই জানে তবে অচেনা অজানা লোকেদের সাথে কথা বলতে ঠিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনা৷ যাই হোক, আপনি কে?"

-"অচেনা লোকেদের সাথে কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনা কিন্তু অচেনা লোকের পরিচয় জানতেও দ্বিধা বোধ করেনা৷ তাই নয় কি?"

এভাবে একটা মেয়ে আমাকে কথায় বোল্ড করে দিতে পারে এমনটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি৷

-" ভাবেননি তো ভাবার অভ্যাস করুন৷ যাই হোক, আমার নাম নিশি, নিশিগন্ধা৷"

-"মা-মা-মানে আপনি কিভাবে বুঝলেন যে আমি কি ভাবছিলাম?"

-" সেটা আপনার না জানলেও চলবে৷ তা একজনের পরিচয় জানলে যে নিজের পরিচয়টাও দিতে হয় সেটা জানেননা?"

-" ইয়ে মানে হ্যাঁ, আমার নাম অয়ন, অয়ন সেনগুপ্ত৷ এখানে যে বড়ো ফ্যাক্টরিটা আছে ওখানে আমি সেলস ম্যানেজারের কাজ করি৷"

-"ম্যানেজার? বাহ্ বিশাল ব্যাপার তো৷ তা বলি যে চা খাবেন নাকি?

-"হ্যাঁ?"

-"চা চা৷ কানেও কম শোনেন নাকি? নাকি ভাবছেন রাতের বেলায় আপনাকে চা খাইয়ে অজ্ঞান করে আপনার টাকাপয়সা হাতিয়ে নেব?"

-"সেটা ভাবাই কি স্বাভাবিক নয়?"

-"একেবারেই নয়৷"

-"কেন নয়?"

-" এ আপনি ছাড়ুন তো, খেতে হবেনা আপনাকে চা৷"

মনটা এমনিই চা চা করছিলো, তাই আর লোভ সামলাতে পারলাম না৷ পকেটে ২০০ টাকার বেশি নেইও, তাই বেশি ভেবে কাজ নেই৷ চা পানে সম্মতি জানাতেই মেয়েটি কোথায় যেন চলে গেলো কে জানে !

কি বেশ নাম বললো..... হ্যাঁ, নিশিগন্ধা৷ জায়গাটা বেশ অন্ধকার তবে এটুকু বুঝেছি যে মেয়েটির বেশ লম্বা চুল আছে, তার চুল বারবারই হাওয়ায় আমার দিকে উড়ে আসছিলো৷ বেশ মিষ্টি একটা গন্ধও আসছিলো তার চুল থেকে৷

খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটি ফিরে এলো দুকাপ চা হাতে করে৷ আজকাল আর মাটির ভাঁড়ে চা পাওয়াই যায়না, তাই এতদিন বাদে মাটির ভাঁড় দেখে মনটা বেশ নেচে উঠলো৷ টিউবলাইটের আলোয় এবার মেয়েটির মুখ ভালোভাবে লক্ষ্য করতে পারছি৷ বেশ সুন্দরী মেয়েটি, চোখের মধ্যে এক অদ্ভুত মায়া আছে, আর সবথেকে দৃষ্টিআকর্ষক বিষয় হলো তার নাকের তিলটি৷

-" আমাকে পর্যবেক্ষণ করার সময় পরেও পাবেন৷ চা টা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, খেয়ে নিন !"

কথায় কথায় জানলাম সে এখানেই থাকে৷ তার বাবা এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কিন্তু তার পড়াশোনায় বিশেষ আগ্রহ নেই৷

-" পড়াশোনা জানাটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের দিনে, বিশেষত মেয়েদের জন্য"
-" আপনি বেশি জ্ঞান দেবেন না তো! যেটুকু পড়াশোনা জানার দরকার সেটুকু আমি জানি! আমি সই করতে পারি, আর জায়গাবিশেষে সরি থ্যাংক ইউ ও বলতে জানি"
-" সবই বুঝলাম! কিন্তু এত রাতে এই ফাঁকা স্টেশনে আপনি কি করছেন? অনেক রকম বিপদ হতে পারে"
-" আ-আ-আসলে বাবা একটু কলকাতা গিয়েছে, তো এতটা রাস্তা একা ফিরবে! তাই আমি চলে এলাম, এটুকু রাস্তা অন্তত কথা বলার লোক পাবে!"
আমার ট্রেনের হর্ন শোনা গেলো ইতিমধ্যে! মাঝে এতটা সময় কেটে গেছে বুঝতেই পারিনি!
-"যান, আপনার ট্রেন এসে গেছে! চায়ে যে ওষুধ মিশিয়ে দিইনি সেটা বিশ্বাস হলো তো?"
হাসি চেপে ধরে রাখতে পারলাম না আর! হাসতে হাসতেই জবাব দিলাম:
"তা বিশ্বাস না করে আর যাই কোথায় বলুন?"
-"সাবধানে যাবেন!"
-"হ্যাঁ! আপনিও! কথা বলে ভালো লাগলো"
" ভদ্রতাটা বাঁচিয়ে রাখুন! পরে কাজে লাগবে!"
"মানে?"
"এবার ট্রেনে না উঠলে আবার কিন্তু সাড়ে দশটায় ট্রেন !"
ট্রেনে উঠে গেলাম আমি! হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালাম, সেও জানালো! ট্রেন চলতে শুরু করেছে, স্টেশনটা অনেকটা পিছিয়ে গেছে, সাথে নিশিগন্ধাও! আজ আর বাড়ি ফেরার তাড়া আমাকে আঁকড়ে ধরছে না, বরং মনে হচ্ছে ট্রেনটা আরো দেরি করে এলেই বোধ করি ভালো হতো!
বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে তারপর! তার আর দেখা পাইনি! মাঝে মাঝে স্টেশনে এলে তার কথা মনে পরে বৈকি কিন্তু আমাদের জীবনে এরম অনেক মানুষই থাকে তাই তাকে নিয়ে এত ভাবার কিছুই নেই!
আজ অফিসে কাজ ছিলনা সেরম কোনো, তাই আগে আগেই বেরিয়ে এসেছি! সাড়ে পাঁচটার ট্রেনটা পেয়ে গেলে সাতটার মধ্যে সোদপুর পৌঁছেই যাবো! ফেরার সময় বরং বিরিয়ানি নিয়ে যাবো, এই হবিবপুরে শিফট পড়ার পর থেকে জীবন থেকে তো সব হারিয়েই গেছে!
স্টেশন পৌঁছে গেলাম অনেক আগেই, ট্রেনটা পেয়ে যাবো সহজেই| ব্যাগ থেকে বের করে সবে বিস্কুটটা খেতে যাবো এমন সময় পিছন থেকে কেউ একটা ডাক দিলো :
-" আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেলো বোধ করি?"
-"নিশিগন্ধা!!"
-" নামটা মনে আছে তবে? "
-"স্মৃতিশক্তিটা আমার নেহাত খারাপ নয়! কি বলেন? "
-"তাই তো দেখছি!"
-"বিস্কুট খাবেন?"
-" বিকেলবেলায় এই মিষ্টি মিষ্টি বিস্কুট কে খায়! তবে হ্যাঁ মশলা মুড়ি খাওয়ালে খেতেই পারি!"
-"খাওয়াতে তো সমস্যা নেই!সে আপনিও আগেরদিন চা খাইয়েছিলেন! কিন্তু এখানে কোথায় পাওয়া যায়?"
-"আমি আগেরদিন চা খাইয়েছিলাম বলে এভাবে সেই দাম মিটাতে চাইছেন?অন্তর থেকে খাওয়াচ্ছেন না! তাহলে থাক!"
-" এই না না! অন্তর থেকেই খাওয়াচ্ছি! কিন্তু মুড়ি কোথায় পাওয়া যায়?"
-" সোজা চলে যান, গিয়ে বাঁদিকেই সুন্দরকাকা মুড়ি বিক্রি করে!"
-" বেশ! আপনিও চলুন না আমার সাথে"
-"কেন? আপনি হারিয়ে যাবেন বুঝি?"
-"আমি সেটা কখন বললাম !!"
-"তাহলে একাই যান! আর শুনুন আচারটা একটু বেশি করে দিতে বলবেন!"
তার আজ্ঞামত মুড়ি কিনে আমি। দারুন বানিয়েছিলো সুন্দরকাকা ঝালমুড়িটা থুড়ি মশলামুড়িটা!
-"আপনি পড়াশোনা তো করেন না! তাহলে সারাদিন আপনি করেন কি? মানে সময় কাটে কিভাবে?"

-"ঘরে অনেক কাজ থাকে বুঝলেন! আপনারা পুরুষমানুষরা আর তা কেমন ভাবে বুঝবেন বলুন! আর কাজ শেষে যে সময়টুকু পাই, গান গেয়েই কাটিয়ে দিই !"
-"আপনি গান জানেন? "
-"না, আপনাকে মিছে গল্প শোনাচ্ছি!"
-" আহা, আমি ওভাবে বলিনি! তো কোনো অসুবিধা না থাকলে একটা গান শোনানো যেতে পারে?"
-"কেন? অচেনা অজানা মেয়েই সাথে কথা বলতে সংকোচ হয়, তার থেকে গান শুনতে সংকোচ হবেনা?"
-" এখন তো আর অচেনা নেই!"
-" এখন আপনি আমায় চেনেন বুঝি? তা শুনি কি জানেন আমার সম্পর্কে?"
-" এই যে আপনি নিশিগন্ধা, আর আপনি গান গাইতে পারেন! গান শোনার জন্য এটুকুই যথেষ্ট বলে বোধ করি!"
কোনো উত্তর দেয়না নিশিগন্ধা! মিনিট পাঁচেকের নিস্তব্ধতার পরে সে গান ধরে! এই আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়; গাওয়ার জন্য এই গানটিই কেন সে বেছে নিলো আমি জানিনা, জানতেও চাইনা! তবে আজ তার দিক থেকে আমার চোখের পলক সরছিলনা! শুধু মেয়েটির মুখ না, মেয়েটির গলার আওয়াজ ও বেশ মিষ্টি!
-"বেশ ভালো গান করেন তো আপনি!"
-"ধন্যবাদ"
কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষন! আজ অনেককিছু জানতে পারলাম তার সম্পর্কে! যেমন ধরুন, তার মা নেই, সে নিজের সৎ মায়ের কাছে মানুষ হয়েছে, তারপর সে পশুপাখি খুব ভালোবাসে ঠিক আমারই মতন, গান গাওয়ার পাশাপাশি সে ভালো আঁকতেও পারে ইত্যাদি ইত্যাদি! আটটার সময় তার থেকে বিদায় নিলাম, ফেরার সময় আজ আর কোনোকিছু নিয়ে ভাবিনি, শুধুমাত্র তাকে ছাড়া!
এরপর আরো বেশ কিছুদিন কেটে গিয়েছে, তার সাথে ইতিমধ্যে আরো বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে! আর সবকিছুর অগোচরেই তাকে যে আমি কবে ভালোবেসে ফেলেছি আমি নিজেও জানিনা! আমি তার ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম দুই একবার! কিন্তু সে দেয়নি তুলতে। আমিও জোর করিনি তাকে, যতই হোক সে এখনো জানেনা যে তার সম্পর্কে আমার কি ধারণা। কিন্তু আমি মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে সবটা বলে দেবো আমি, সবটা!!!!
আজ টানা সাতদিন বাদে দেখা করছি আমরা! আজকে সকালেই আমি নিজের ট্রান্সফারের মেলটা পেয়েছি, আমাকে বজবজে পাঠিয়ে দিচ্ছে ওরা!
আজ নিশিগন্ধাকে আমি সব বলবোই, যেকোনো অর্থে!
অপূর্ব দেখাচ্ছে আজ নিশিগন্ধাকে, সাদা আর লাল রঙের মধ্যে একটা চুড়িদার পড়ে এসেছে সে আজ! তবে আজ অন্যদিনের মতো প্রাণবন্ত লাগছে না তাকে, মুখটা বেশ মলিন!
-" তোমার মুখটা এরম দেখাচ্ছে কেন?"
-" আসলে কাল রাতে ভালো ঘুম হয়নি তাই হয়তো!"
-"রাতে ঘুম হয়নি কেন?"
-"জানিনা! এমনিই হয়তো!"
-"আচ্ছা! শোনোনা, তোমাকে আমার কিছু বলার ছিল!"
-"হ্যাঁ বলুন!"
জীবনে এই প্রথম কাউকে প্রেম নিবেদন করতে চলেছি, তাই ইতস্তত বোধ করাটাই যে স্বাভাবিক সেটা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখেনা!
-"আমার অফিসের ঠিকানা পাল্টে গেছে! পরের মাস থেকে বজবজ যেতে হবে"
-"তার মানে আর হবিবপুর আসবেন না?"
-"না!"
-"আমাদের আর দেখাও হবেনা?"
-"যাতে হয় তার ব্যবস্থাই তো করতে চাই"
-"বুঝলাম না ঠিক!"
-" নিশিগন্ধা, আমি জানিনা কিভাবে শুরু করা উচিত...ইয়ে মানে বলছিলাম বলছিলাম যে... "

-"বলছিলেন যে?"
-"ইয়ে মানে বলছিলাম যে.. যে.. যে আজ কি সুন্দর ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে তাই না?"
-"এটাই বলছিলেন?"
-"ইয়ে মানে না.. মানে আমি এটাই বলতে চাইছিলাম যে.. "
-"এটাই বলতে চাইছিলেন যে আমাকে ভালোবেসে ফেলেছেন! তাই তো?"
-"মা..মা.. মানে না মানে হ্যাঁ মানে তু তু তুমি কিভাবে... "
-"আমি সব জানি!"
-"কিন্তু কিভাবে?"
-"সেটা নয় নাই বা জানলেন!"
-"আচ্ছা বেশ! সবই যখন জানো তাহলে উত্তর টাও দাও!"
-" উত্তর দেওয়ার তো কিছু নেই!"
-"উত্তর দেওয়ার কিছু নেই মানে?"
"মানে আমি আপনাকে ভালোবাসিনা, বাসতে পারিনা!"
-"কেন পারোনা?"
-"কারণ আমার কাউকে ভালোবাসতে নেই!"
-" তুমি এসব কি বলছো? আর আর, এক মিনিট, তোমায় গলায় কাটা দাগ টা কীসের? এটা তো আগে দেখিনি!"
-" কাটা দাগটা কীসের সেটা আপনার নাও জানলে চলবে! আমার দেরি হচ্ছে, আজ আমায় যেতে হবে! ভালো থাকবেন আর কোন পিছু ডাক রাখবেন না"
-"তুমি এরমভাবে কেন কথা বলছো? আর কোথায় যাবে?"
-"যেখানে আমার গন্তব্য, সেখানেই যাবো!"
-"তুমি সত্যিই আমাকে ভালোবাসোনা?"
-"না! আমার কাউকে ভালোবাসতে নেই!"
-"ভালোবাসতে নেই মানেটা কি?
-"আমায় অনেকটা দূর যেতে হবে, আমি আসি!"
-"তোমার একটা ছবি তুলতে পারি? স্মৃতি হিসাবে রেখে দেবো "
-"আমার যে ছবি ওঠেনা!"
-" ছবি তোলার দায়িত্বটা তো আমার!"
-"যদি ছবি তুলতে পারেন তো তুলুন!"
পকেট থেকে ফোন টা বের করে ক্যামেরা অন করলাম, কিন্তু একী!!! সে আমার সামনেই বসে আছে, কিন্তু তার প্রতিচ্ছবি আমার ক্যামেরায় কেন ভেসে উঠছেনা? এ কীভাবে সম্ভব!!!!
-"আমায় এবার যেতে হবে!আমি আসি"
তাকে বিদায় জানানোর আগেই সে যেন কোথায় হারিয়ে গেলো! কিন্তু কোনদিকে গেলো ঠিক বুঝে উঠতে পারলামনা ! নিজের অদৃষ্টেই এগিয়ে গেলাম সুন্দরকাকার মুড়ির দোকানের সামনে!
-"বলুন বাবু! বেশি আচার দিয়ে মাখবো তো? "
-উমম, না না, আচ্ছা তুমি এদিক দিয়ে কোনো মেয়েকে যেতে দেখেছো, সাদা রঙের জামা পড়ে?"
-"মেয়ে? কই না তো!"
-"ওহ!"
-"কোন মেয়ে বাবু? নাম কী?"
-"নিশিগন্ধা"
-"নিশি? নিশিকে খুঁজছেন আপনি?"
-"হ্যাঁ নিশিকে! কথা বলতে বলতে কোনদিকে যে গেলো!"
" নিশি কথা বলছিলো আপনার সাথে?"
-"হ্যাঁ বলছিলো তো!"

-"বাবু, আপনি এসব কী বলছেন? নিশি কী করে কথা বলবে?"
-"কেন? যেভাবে তুমি কথা বলছো। আজব তো!"
-"আরে বাবু নিশি তো সেই কবে মারা গেছে। ও কীভাবে আপনার সাথে কথা বলবে?"
-"নি.. নি.. নিশি মারা গেছে? কিসব বলছেন আপনি ! নিশি একটু আগে আমার সাথে কথা বলেছে। আপনি অন্য নিশির সাথে আমার নিশিকে গুলিয়ে ফেলছেন হয়তো"
-" আপনি ইস্কুলমাস্টারের মেয়ে নিশির কথা বলছেন তো?"
-"হ্যাঁ !"
-" হ্যাঁ বাবু! নিশি বেটি বছরখানেক আগে মারা গেছে।এই সামনের রেললাইনেই তো ঝাঁপ দিয়েছিলো। গলা পুরো আলাদা হয়ে গেছিলো শরীর থেকে। কী ভালো মেয়ে ছিল বাবু কী বলবো আপনাকে। আমার কাছে প্রায়ই আসতো মুড়ি খেতে,আপনার মতোই বলতো বেশি করে আচার দিতে। কিন্তু কী যে করলো মেয়েটা!"
-"ও.ও..ও এরম কেন করলো? "
-"ওর সৎ মা ওকে খুব মারতো। ওর বিয়ে ঠিক করেছিল একটা বুড়োর সাথে।সেই কষ্টেই মেয়েটা চলে গেলো গো বাবু!"
-"তা..তাও কতদিন আগে এসব হয়েছে? "
-" এই তো, আজই ওর বাৎসরিক শ্রাদ্ধ গেলো। কত লোক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে আজ ! বেঁচে থাকতে মেয়েটাকে খেতে দিতোনা গো বাবু! আর এখন এসব আদিখ্যেতা!!!!"
আমি জানিনা আমার এরপর কী বলা উচিৎ। এই প্রথম জীবনে এতটা অসহায় লাগছে, যা হচ্ছে তা কী সত্যি না আমি স্বপ্ন দেখছি? তার মানে ওর গলায় যেই দাগটা আজ দেখলাম সেটা কী রেলের চাকার সাথে হওয়া.... নাহঃ! আর ভাবতে পারছিনা!
-"তুমি কীভাবে নিশিকে চিনলে গো বাবু ? "
সুন্দর কাকার প্রশ্নে হকচকিয়ে উঠলাম কিন্তু কী উত্তর দেবো বুঝতে পারলাম না!! এক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম কেবল!
জানিনা সুন্দর কাকা কিছু বুঝতে পেরেছেন কিনা, বুঝলেও বা কি বুঝেছেন। তবে তিনি আমায় ট্রেনে তুলে দিলেন আজ আর বললেন:
"সাবধানে যেও গো বাবু! কোন পিছুডাক রেখো না আর!"

....

Name: Sushmita Poddar
WhatsApp no: 6289539344

दुख का सुख (शैली - निबंध)

मानव जीवन का विकास विभिन्न भावों, अनुभवों , परिस्थितियों , संवेदनाओं से होकर गुजरता हैं। इस विकास क्रम में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब हमे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती हैं , तथा कई क्षण ऐसे भी आते हैं , जब हम हताश निराश हो जाते हैं , ऐसा लगता हैं मानो जीवन के इस दुःख से हम कभी निकल ही नही पाएंगे , परंतु जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवन तो सुख दुख का रेला हैं , और किसी महानुभावी व्यक्ति ने ही एक फिल्म का शीर्षक 'कभी खुशी कभी गम ' दिया था । सत्य ही तो हैं , इस संसार में प्रत्येक तत्व के दो पक्ष होते हैं -एक अच्छा तो एक बुरा । जैसे जहा सत्य हैं वहा असत्य भी दिखता हैं , जहा धूप हैं वहा छाया भी आती हैं , जहा उन्नति हैं वहा अवनति भी आती हैं , इसी तरह जहा सुख हैं वहा दुख भी हैं , और दुख के बाद एक न एक दिन सुख अवश्य आता हैं । किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जिनके जीवन में सुख के क्षण नाममात्र आए हैं परंतु फिर भी वे समाज में अपने कर्मो के अमिट पदचिन्ह छोड़ गए हैं , ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद उन्होंने अपने जीवन के दुख को ही अपना सुख मान लिया होगा और उसे अपना सहचर बना कर हथियार के रूप में उसका प्रयोग किया होगा । उन विद्वानों के अदम्य साहस पर मैं यह सोचकर आश्चर्यचकित होती हु कि जहां संपूर्ण विश्व तत्वों के सिर्फ सुलभ सौम्य पक्ष का महत्व दे रहा हैं , वहा वे सभी कैसे अपने हृदय की आश को तत्व के नकारात्मक पक्ष की ओर झुकाया होगा ? कैसे उन सभी ने अभाव को अपना स्वभाव बनाकर उसमे आनंद की अनुभूति करते होंगे ?

शायद ऐसा वे इसलिए कर पाए होंगे क्योंकि उनकी भी क्षमता उस कुटज जितनी ही अडिग होगी , क्युकी उनका भी साहस हिमालय जितना ही विराट होगा। वे सभी लीक से अलग जाकर अस्वीकृति को स्वीकृति दी थीं , शायद इसी कारण उन्हें संपूर्ण विश्व ने उत्साहपूर्वक स्वीकार किया हैं। प्रेमचंद का अभाव , मीरा की व्यथा , निराला का तिरस्कृत मन , महादेवी की पीड़ा ने ही शायद उन्हें इतना महान बनाया हैं। जिस अभाव ने उन्हें दुख दिया , उसी अभाव को उन्होंने जिया और ना सिर्फ़ जिया बल्कि उसके सुखात्मक रूप को संपूर्ण संसार के समक्ष मूर्तिमान भी किया हैं। उन्होंने दुख को नहीं छोड़ा शायद इसलिए दुख ने उन्हें सुख की अप्रतिम अनुभूति से वशीभूत कर दिया ।

संसार में सभी प्राणी सुख को जितना महत्व देते हैं , यदि वे दुख को भी उसी तरह की महत्ता प्रदान करे तो शायद वे भी जीवन में कुछ अनोखा सुख अनुभव कर पाए । कहते हैं "अभाव ही प्रभाव देता हैं "वो शायद इसलिए कि जिसने अभाव और दुख को समझा हैं वही प्रभावकारी कार्य कर पाएगा।

व्यक्ति को वास्तविक सुख तो दुख में ही मिलता हैं , क्युकी दुख में हम समझ पाते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं , दुख में ही हमे स्वयं को समझने, परखने का सबसे अधिक अवसर प्राप्त होता हैं, दुख की अवस्था में हम स्वयं की की स्थिति का आकलन कर अपने पग को एक निश्चित पथ प्रदान कर पाते हैं, दुख के ही अवसर परहम सही- गलत, अच्छे - बुरे, अपने परायो की पहचान होती हैं।

सुख तो हमे स्थिर करता हैं किंतु दुख हमे गतिशील बने रहने की प्रेरणा देता हैं, सुख में तो हम कल्पना की ऊंची उड़ान उड़ते हैं किंतु यथार्थ का धरातल दुख ही हमे प्रदान करता हैं, जो किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। आपदा ही हमे अवसर की तलाश कराती हैं। कोयलो की खान से ही बेशकीमती हीरे की प्राप्ति होती हैं। जब दुख हमे इतना कुछ दे रहा हैं तो हम इसे सुखपूर्वक अपनाने से पीछे क्यूं हटते हैं, क्यों हम दुख में हताश होते हैं, क्यों हम दुख के समय को जीवन का कठिन पड़ाव समझते हैं? शायद इसलिए क्युकी हमारे नसीब में विश्व के वास्तविक सुख को भोग करना लिखा ही नहीं होता हैं क्योंकि हम तो इस अवसर को अस्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जीवन में हमे 'दुख के सुख ' उसी सात्विक मन से भोग करना चाहिए जैसा कि हम अपने मां के स्तन से दुग्धपान करते समय सात्विक मन से विलीन होते हैं। कहा जा सकता हैं कि -

"सुख ने मुझे बिगाड़ दिया,
दुख ने मुझे सवार दिया ।"

রহস্য ঢাকা মায়া

মায়ের সভ্যতা কথাটা শুনলেই রহস্যের কুয়াশা কে অদ্ভুত শিরশিরে অনুভূতি হয়। ৪০০০ বছর পূর্বে গড়ে ওঠা এবং পরবর্তী সময়ে কালের গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া এই সভ্যতাকে ঘিরে রয়েছে রহস্য এবং বিতর্ক। পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতা গুলির মধ্যে একটি হল মেসো আমেরিকা বা বর্তমান মধ্য আমেরিকার সব থেকে প্রাচীনতম পরাক্রমশালী মায়া সভ্যতা। মায়া সভ্যতায় আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার যে বীজ বোপন করা হয়েছিল তা ছিল সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য চরম বিস্ময়ের ব্যাপার। সভ্যতার অন্যতম 'মায়া সভ্যতা' তাই সর্বদা আগ্রহের বিষয়বস্তু। রহস্যের ঘেরাটোপে রয়েছে এর অসংখ্য নিদর্শন। নিজস্ব লিখনশৈলীর উদ্ভাবন, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন, উন্নত বর্ষপঞ্জি তৈরি, ভাষা প্রভৃতিতে অভাবনীয় জ্ঞানের মাধ্যমে মায়ান জাতি হয়ে উঠেছিল ইতিহাস সৃষ্টিকারী জাতি। এছাড়াও (০) শূন্য ধারণার সূত্রপাত এখান থেকেই পাওয়া যায় বলে অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন।পৃথিবীর ইতিহাসে নিজস্ব লেখনীর লিপি সমৃদ্ধ মাত্র পাঁচটি সভ্যতার একটি মায়া সভ্যতা। মায়া সভ্যতার ফ্ল্যাশব্যাকে পৌঁছতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা পুরো বছর পরিশ্রম করে চলেছেন ইতিহাস পুনরুদ্ধার করার লক্ষ্যে। ১৬৯৭ সালে স্প্যানিশ আক্রমণ এবং যুদ্ধে জয়লাভের পড়া হাজার হাজার মায়া পুঁথি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যার ফলে মায়া সভ্যতা আজও রহস্যের জাল বুনে চলেছে। যদিও মাত্র চারটি বই অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং তা থেকেই এই সভ্যতার রহস্যভেদ কিছুটা হলেও করা সম্ভব হয়েছে। প্রধানত হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা, এল সালভেদরের উত্তরাংশ, কেন্দ্রীয় মেক্সিকোর তাবাস্কো, চিয়াপাস সহ প্রায় এক হাজার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বসতি স্থাপন করেছিল। পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্যতা নদীর পাশে গড়ে উঠলেও মায়া সভ্যতা ঘন অরণ্যের মাঝে বিকাশ লাভ করেছিল।

ঐতিহাসিক সময় অনুযায়ী এই সভ্যতাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
১ প্রি ক্লাসিকাল- ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ- ২০০
২ ক্লাসিকাল- ২০০ খ্রিস্টাব্দ- ৯০০ খ্রিস্টাব্দ
৩ পোস্ট ক্লাসিকাল- ৯৫০ খ্রিস্টাব্দ- ১৫৪৯ খ্রিস্টাব্দ। এই তিন যুগের উপর ভিত্তি করে মায়া সংস্কৃতির আবির্ভাব ক্রমবিকাশ এবং আচার-আচরণ সম্পর্কে কিছু ধারনা পাওয়া যায়। এদের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত পরিশ্রমের। এই সভ্যতা ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। মায়াদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য ছিল ভুট্টা। এছাড়াও ভুট্টা থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন খাদ্য যেমন টার্টিলা, ডালিয়া প্রভৃতি। এছাড়াও মাছের মধ্যে তেলাপিয়া মাছ তাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। মায়াদের পোশাক সামাজিক স্তরের প্রকারভেদের উপর নির্ভর করত। ধনী অভিজাত মায়ানরা পশুর চর্ম ও লোম থেকে তৈরি বস্ত্র পরিধান করলেও সাধারণ মায়ানরা নিম্নাঙ্গ আবৃত করার জন্য সাধারণ পোশাক বা নেংটি ব্যবহার করত। মহিলারা লম্বা স্কার্ট গোছের পোশাক ব্যবহার করত তবে স্ত্রী পুরুষ উভয় লিঙ্গের মধ্যে একটি সাদৃশ্য ছিল। উভয়েই বিয়ের পর শরীরে উল্কি এঁকে রাখত। অভিজাত মায়ানরা নিখাদ গ্রানাইট পাথরের বাড়িতে বসবাস করলেও বেশিরভাগ মায়ানরা মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে পাথর দিয়ে মাচা বানিয়ে তার ওপরে বাড়ি বানিয়ে বসবাস করত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই সভ্যতার নিদর্শন থেকে এমন কিছু জিনিস আবিষ্কার করেছেন যা ময়া জাতিকে রহস্যময় করে তুলেছে। মহাকাশ বিজ্ঞান, গণিত, স্থাপত্যকলা নকশা, বর্ণ, লিপি প্রভৃতিতে মায়াদের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই সভ্যতার নিদর্শন থেকে প্রাপ্ত চিত্রকলা, হস্তশিল্পে তাদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মায়াদের স্থাপত্য নির্মাণের জ্ঞান ছিল উন্নত মানের। পশু বা কোনো ধাতব যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীতই বৃহৎ কিছু পিরামিড নির্মাণ করেছিল তারা। পিরামিড গুলির বেশ কিছু চমৎকার বৈশিষ্ট রয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনা বা সূর্যের বিভিন্ন অবস্থান এসব পিরামিডের গায়ে আশ্চর্যজনক নকশার প্রতিফলন ঘটায়।

২৫০-৯০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় চকলেটের মূল উপাদান কোকো বিন আবিষ্কার এবং তার ভিন্ন প্রয়োগ করে তারা। ইউরোপিয়ানদের আগেই রাবার প্রস্তুতে সক্ষম হয় তারা। মায়ারাই সর্বপ্রথম মেসো আমেরিকানদের মধ্যে লেখালেখির ভাষার প্রচলন শুরু করে। তারা সফলভাবে একটি উন্নত লেখনীর লিপি উদ্ভাবন করেছিল। যা গ্লিফ নামে পরিচিত। গ্লিফের মাধ্যমে একটি শব্দ, ছবি বা সংকেত প্রকাশ করা হতো। ইতিহাসবিদদের মতে মায়ারা ১০০টি ভিন্ন ভিন্ন গ্লিফ ব্যবহার করত। মায়ারা তাদের ইতিহাসকে বিভিন্ন স্তম্ভ এবং বড় বড় পাথরে খোদাই করে রাখত। এই গ্লিফ লিপিবদ্ধ করে বই আকারে সংরক্ষণ করতো তারা। একত্রিত এই রূপকে বলা হয় মায়া স্ক্রিপ্ট। মহাকাশ গবেষণা, বর্ষপঞ্জি তৈরি বা জ্যোতির্বিজ্ঞান সবেতেই মায়ারা ছিল পারদর্শী। সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্রদের গতিপথ নিরীক্ষণ করে তারা লিপিবদ্ধ করে রাখতো। চাঁদের গতি নিরীক্ষণ করে নিজস্ব গাণিতিক পদ্ধতিতে 30 দিনে ১ মাস ধারণার প্রবর্তন করে তারা। পরবর্তীকালে তারা মায়া ক্যালেন্ডারের সূচনা করে যা সমগ্র মেসো আমেরিকান অঞ্চলে ব্যবহৃত হতো। এই ক্যালেন্ডার মূলত তিনটি কাঠামো নিয়ে গড়ে ওঠে।

১জলকিন বা সময় তালিকা

২ হাব

৩ দ্য লং কাউন্ট

জলকিন ছিল ২৬০ দিনের বর্ষপঞ্জি। হাব বা সৌর বর্ষপঞ্জি ছিল ৩৬৫ দিনের যা সূর্যের গতিবিধির উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছিল। বেশকিছু ঐতিহাসিকদের মতে এই হাব বর্ষপঞ্জি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের তুলনায় অধিবর্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেক বেশি নির্ভুল ছিল। লং কাউন্ট ক্যালেন্ডার আনুমানিক ৩১১৪ খ্রিস্টপূর্ব থেকে আগামী ৬৩ মিলিয়ন বছরের হিসাব রেখেছিল। এই বর্ষপঞ্জির প্রতিটি চক্র সম্পূর্ণ হতো প্রতি ৫২২১ বছরে। এই সময়কে ভাগ করা হয়েছিল ১৩ টি ভাগে। এক একটি ভাগে থাকতো প্রায় ৪০০ বছর। মায়াদের ভাষায় এটি বাকটুন নামে পরিচিত। প্রতিটি বাকটুনে উৎসব পালন করতো মায়ারা। কিন্তু রহস্যের ধোঁয়াশা এটাই যে তোর ১০ নং বাকটুনে কোন উৎসব পালন করেনি মায়ারা।

এই সভ্যতার প্রাচীন এবং আদি থেকে হিসেব করা ক্যালেন্ডার দ্য লং কাউন্টের ভিত্তিতে প্রচার করা হয়েছিল ২০১২ সালের ২১ ডিসেম্বর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। সেসময়ে এই খবর প্রকাশ হওয়ার পরে তোলপাড় হয়েছিল সমগ্র বিশ্ব। নির্দিষ্ট এই দিনের পর অন্য কোন দিনের উল্লেখ না থাকায় এই দিনটিকে পৃথিবীর অন্তিম দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই ধারণা বাতিল করা হয় এবং বিজ্ঞানীরা বলেন এই ক্যালেন্ডার হল মায়াদের একটি বিশেষ চক্র এবং তাতে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার কোন ইঙ্গিত নেই।
মায়ারা ধর্মবিশ্বাসী ছিল। পালেংখুয়েতে অবস্থিত শিলালিপির মন্দির থেকে প্রাপ্ত পাথুরে ও পোড়ামাটির পুঁথি থেকে মায়াদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে একাধিক তথ্য পাওয়া গেছে। এইসব মায়া পুঁথিকে বলা হয় মায়া কোডেক্স। এর মধ্যে বিখ্যাত জীবিত মায়া কোডেক্স হল প্যারিস কোডেক্স, ম্যাড্রিড কোডেক্স এবং ড্রেসডেন কোডেক্স। এই সভ্যতার সবথেকে ভয়ংকর দিক হলো মায়ারা নিয়মিত নরবলি দিত। ধর্ম বিশ্বাসে অন্ধ মায়ারা রক্ত বিসর্জন দিতেও পিছপা হয়নি। হায়ারোগ্লিফিক লিপিতে রক্ত ও নরবলির অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্ভবত তাদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেবতা ছিল সৃষ্টির দেবতা ইটজামনা। এছাড়াও সর্বদেবতা কুকুলকান, বজ্রপাতের দেবতা চায়াখ প্রমুখ দেবতা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। মায়াদের তৈরি বেশিরভাগ পিরামিড ছিল কুকুলকানের প্রতি সমর্পিত।

নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মায়া সভ্যতায় ঘটে যাওয়া অজানা কিছু ঘটনা এই সভ্যতার ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। ৯০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে এক এক করে দক্ষিণের নিম্নভূমিতে অবস্থিত ক্লাসিক শহরগুলি পরিত্যক্ত হতে শুরু করে। মায়া সভ্যতার রহস্য জনক পতনের কারণ অজানা হলেও ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে তিনটি তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হিসেবে ধরে নিয়েছেন।
১ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় না, ২- পরিবেশ বিপর্যয় অর্থাৎ খরা বা অতিকায় শক্তিশালী প্রাকৃতিক আঘাত, ৩- প্রতিনিয়ত পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ- এই রহস্যময় সভ্যতার আকস্মিক বিলুপ্তির পেছনে রয়েছে।

মায়া সভ্যতা শুধু ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ নয় বর্তমান যুগে গুয়েতেমালা, বেলিজ, হন্ডুরাস অঞ্চলে মায়াদের বংশধরেরা বসবাস করছে। গুয়েতেমালা জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশই মায়া জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরী। মায়া বংশধরেরা এখনও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষা করে আসছে এবং তাদের মধ্যে জীবনের চক্রাকার আবর্তনের বিশ্বাস বাঁচিয়ে রেখেছে। দীর্ঘ চার হাজার বছর আগে যখন পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সবেমাত্র আগুন জ্বালিয়ে কাঁচা মাংস সেদ্ধ করে খেতে শিখেছিল মায়ারা তখন পাথরের তৈরি স্থাপত্য, জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শীতা এবং ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল। এল মিরাডর নগর রাষ্ট্রে পুরাতাত্ত্বিকরা এল টাইগ্রে, লস মোনাস এবং লা ডানটা নামক তিনটে বিরাট আকৃতি সম্পন্ন পিরামিডের সন্ধান পেয়েছিলেন যা খুবই আশ্চর্যের। মায়াদের উন্নতির শিখরে পৌঁছে যাওয়ার গতিপথ এখনো রহস্যই বটে। মায়াদের এসব দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা দেখতে ভ্রমণপিপাসু পর্যটকেরা ছুটে যান মধ্য আমেরিকার এসব অঞ্চলে। অদ্ভুত সুন্দর মায়া পুরা কীর্তি আশ্চর্য করে পর্যটকদের। অন্যান্য সভ্যতাগুলির ন্যায় মায়া সভ্যতাও পৃথিবীর কোলে আজীবন দণ্ডায়মান তথা বিরাজমান।

- শ্রমনা তলাপাত্র

स्वच्छ भारत : एक कदम स्वच्छता की ओर

यह सर्वविदित हैं कि 2 अक्टूबर भारतवासियों के लिए कितने महत्व का दिवस हैं । इस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था । इस युग पुरुष ने भारत सहित पुरे विश्व को मानवता की नई राह दिखाई । हमारे देश में प्रत्येक वर्ष गांधीजी का जन्मदिवस एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा प्रति वर्ष बढ़ती जाती हैं । इस बार (वर्ष 2014) में भी 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधीजी को याद किया गया , लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण इस बार यह दिन और भी विशिष्ट रहा ।

स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्तरीय अभियान हैं । गांधीजी की 145वी जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की , यह अभियान प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हैं । 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने राजपथ पर जनसमूह को संबोधित करते हुए सभी राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल करने की अपील की ।साफ सफाई के संदर्भ में देखा जाए , तो ये अभियान अब तक का सबसे बड़ा अभियान हैं।

साफ सफाई को लेकर दुनियाभर में भारत की छवि बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं । उनकी इच्छा स्वच्छ भारत अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर देशवासियों को इससे जोड़ने की हैं ।हमारे नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम गांधीजी को राजघाट पर श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नई दिल्ली स्थित वाल्मीकि बस्ती में जाकर झाड़ू लगाई । कहा जाता हैं की वाल्मीकि बस्ती दिल्ली में गांधीजी का सबसे प्रिय स्थान था । वे अक्सर यहां आकर ठहरते थे ।

इसके बाद मोदीजी ने जनपथ जाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की , इस अवसर पर उन्होंने लगभग 40 मिनट का भाषण दिया और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया ।अपने भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनो महापुरुषों को इस अभियान से जोड़ दिया , उन्होंने कहा -"गांधीजी ने आजादी से पहले नारा दिया था 'क्विट इंडिया , क्लीन इंडिया ', के सपने को साकार कर दिया , लेकिन अभी उनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा ही हैं ।इसके बाद मोदीजी ने जनपथ जाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की , इस अवसर पर उन्होंने लगभग 40 मिनट का भाषण दिया और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया ।अपने भाषण के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र करते हुए बड़ी ही खूबसूरती से इन दोनो महापुरुषों को इस अभियान से जोड़ दिया , उन्होंने कहा -"गांधीजी ने आजादी से पहले नारा दिया था 'क्विट इंडिया , क्लीन इंडिया ', के सपने को साकार कर दिया , लेकिन अभी उनका क्लीन इंडिया का सपना अधूरा ही हैं

अब समय आ गया हैं की हम सवा सौ करोड़ भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वच्छ बनाने का प्रण करे । क्या साफ सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी हैं ? क्या यह हम सभी की जिम्मेदारी नहीं हैं ? हमे यह नजरिया बदलना होगा । मैं जानता हूं की इसे केवल एक अभियान बनाने से कुछ नही होगा। पुरानी आदतों को बदलने में समय लगता हैं , यह एक मुश्किल काम हैं । में जनता हु लेकिन हमारे पास वर्ष 2019 तक का समय हैं ।
प्रधानमंत्री जी ने 5 साल में देश को साफ सुथरा बनाने के लिए लोगो को सपथ दिलाई की न मैं गंदगी करूंगा और ना ही गंदगी करने दूंगा । अपने अतिरिक्त मैं सौ अन्य लोगो को साफ सफाई के प्रति जागरूक करूंगा और उन्हें सफाई की सपथ दिलवाऊंगा । उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति साल में 100 घंटे का श्रम दान करने की सपथ ले और सप्ताह में कम से कम 2 घंटे सफाई के लिए निकले ।

अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्कूलों और गावो में शौचालय निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया । स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिए 5 साल (2 अक्टूबर 2019) तक की अवधि निश्चित की गई हैं ।

इस अभियान पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया हैं । इसके अंतर्गत 4041 शहरो को सम्मिलित किया जायेगा । इस अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए , पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय एक लाख 34 हजार करोड़ और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय 62 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को सालाना 20 लाख रुपए देने की घोषणा की । यद्यपि यह अभियान अभी प्रारंभिक चरण में ही हैं । लेकिन सरकारि प्रयासो से यह आभास हो रहा है की सरकार इस अभियान को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।इस अभियान के प्रति जन साधारण को जागरूक करने के लिए सरकार समाचार पत्रों , विज्ञानों आदि के अतिरिक्त सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रही हैं ।

इनके तहत क्लीन इंडिया नाम से एक नई वेबसाइट की शुरुआत की गई हैं और फेसबुक जैसी प्रसिद्ध नेटवर्किंग साइट के माध्यम से भी लोगो को इससे जोड़ा जा रहा हैं । ट्विटर पर भी my क्लीन इंडिया नाम से एक हैंडल का शुभारंभ किया गया हैं ।प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की हैं की लोग पहले गंदी जगह के फोटो नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड करे और फिर उस जगह को साफ करके उसकी वीडियो तथा फोटो भी अपलोड करे । इस अभियान में प्रधानमंत्री जी ने मशहूर हस्तियों को भी शामिल किया हैं । उन्होंने इसके लिए नौ लोगो को को नॉमिनेट किया हैं।

इन नौ हस्तियों में अनिल अंबानी , सचिन तेंडुलकर, सलमान खान , प्रियंका चोपड़ा, बाबा रामदेव, कमल हसन, मृदुला सिन्हा , शशि थरूर और शाजिया इल्मी शामिल हैं ।इसके अलावा उन्होंने टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को भी नॉमिनेट किया हैं । उन्होंने कहा कि ये सभी लोग स्वच्छता अभियान के लिए काम करे और नए 9 लोगो को नॉमिनेट करे , जो पुनः नौ लोगो को नॉमिनेट करेंगे। उनका मानना हैं की इस तरह नौ नौ लोगो की चेन बनती जायेगी और स्वच्छता एक अभियान न रहकर एक आंदोलन बन जायेगा । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हैं -यह दायित्व (स्वच्छता) सिर्फ सफाई कर्मियों की नही हैं । सभी 125 करोड़ भारतीय की हैं इसे महज फोटो खींचने अवसर न माने।

केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री की 'गंदगी मुक्त भारत 'की संकल्पना अच्छी हैं तथा इस दिशा में उनकी ओर से लिए गए आरंभिक प्रयास भी सराहनीय हैं , लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह हैं की आखिर क्या कारण हैं की साफ सुथरे नही रहते हैं ? हमारे गांव गंदगी के लिए बहुत पहले से बदनाम हैं , लेकिन ध्यान दिया जाए , तो यह पता चलता हैं की इस मामले में शहरो की स्थिति भी गावो से बहुत भिन्न हैं ।

आज पूरी दुनिया में भारत की छवि एक गंदे देश की हैं । जब जब भारत की अर्थव्यवस्था , तरक्की , ताकत और प्रतिभा की।a बात होती हैं , तब तब इस बात की भी चर्चा होती हैं की भारत एक गंदा देश हैं । पिछले ही वर्ष हमारे पड़ोसी देश चीन के कई ब्लागो पर गंगा में तैरती लाशों और भारतीय सड़को पर पड़े कूड़े के ढेर वाली तस्वीरे छाई रही ।कुछ साल पहले इंटरनेशनल हाइजीन काउंसिल ने अपने एक सर्वे में यह कहा था कि औसत भारतीय घर बेहद गंदे और अस्वास्थ्यकर होते हैं ।इस सर्वे में काउंसिल ने कमरों, बाथरूम और रसोईघर की साफ सफाई को आधार बनाया था और उसके द्वारा जारी गंदे देशों की सूची में सबसे पहला स्थान मलेशिया और दूसरा स्थान भारत को मिला था । हद तो तब हो गईं जब हमारे ही एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां तक कह दिया कि यदि गंदगी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाए तो वह शर्तिया भारत को ही मिलता। ये सभी बाते और तथ्य हमे यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम भारतीय साफ - सफाई के मामले में भी पिछड़े हुए क्यों हैं? जब की हम उस समृद्ध एवं गौरवशाली भारतीय संस्कृति के अनुयाई हैं जिसकी मुख्य उद्देश्य सदा 'पवित्रता 'और ' शुद्धि ' रहा हैं । वास्तव में भारतीय जनमानस इसी अवधारणा के चलते एक उलझन में रहता हैं , उसने इसे सीमित अर्थों में ग्रहण करते हुए मन और अंतकरण की शुचिता को ही सर्वोपरि माना हैं , इसलिए हमारे यहां कहा गया हैं की चरित्र की शुद्धि और पवित्रता बहुत आवश्यक हैं , लेकिन बाहर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक हैं । यदि हमारा आस -पास का परिवेश ही स्वच्छ नही होगा तो मन भला किस प्रकार शुद्ध रह सकेगा? अस्वच्छ परिवेश का प्रतिकूल प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता हैं । जिस प्रकार एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता हैं उसी प्रकार एक स्वस्थ और शुद्ध व्यक्तित्व का विकास भी स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव हैं ।

कुल मिलाकर सार यही हैं की वर्तमान समय में स्वच्छता हमारे लिए एक बड़ी आवश्यकता हैं । यह समय भारतवर्ष के लिए बदलाव का समय हैं। बदलाव के इस दौर में यदि हम स्वच्छता के क्षेत्र में पीछे रह गए, तो आर्थिक उन्नति का कोई महत्त्व नहीं रहेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया अभियान का भी शुभारंभ किया हैं, जिसका लक्ष्य भारत को मैन्यूफेवरिंग के क्षेत्र में अव्वल बनाना हैं। इन अभियान का भी शुभारंभ किया हैं , जिसका लक्ष्य भारत को मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अव्वल बनाना ही इस अभियान का भी से आर्थिक गति तो अवश्य मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही हमे 'प्रदूषण ' के रूप में एक बड़ी चुनौती भी मिलने वाली हैं । अतः हमे अपने दैनिक जीवन में तो सफाई को एक मुहिम कि तरह शामिल करने की जरूरत हैं ही, साथ ही हमे इसे एक बड़े स्तर पर भी देखने की जरूरत हैं, ताकि हमारा पर्यावरण भी स्वच्छ रहे।

स्वच्छता समान रूप से हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी हैं । हर समय कोई सरकारी संस्था या बाहरी बल हमारे पीछे नहीं लगा रह सकता। हमे अपनी आदतों में सुधार करना होगा और स्वच्छता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा, हालाकि आदतों में बदलाव करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा हैं कि यदि हम कम से कम खर्च में अपनी पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह पर पहुंच गए, तो क्या हम स्वच्छ भारत का निर्माण सफलतापूर्वक नही कर सके ? कहने का तात्पर्य हैं कि क्लीन इंडिया का सपना पूरा करना कठिन नहीं हैं । हमे हर हाल में इस लक्ष्य को वर्ष 2019 तक का प्राप्त करना होगा , तभी हमारी ओर से राष्ट्रीयपिता महात्मा गांधी को उनकी 15 वी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी को उनकी 15वी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकेगी।

Ancestry of drug discovery- a journey from Veda to modern chemistry (Indian perspective)

William James

> From the Vedas we learn a practical art of surgery, medicine, music, house building under which mechanized art is included. They are encyclopedia of every aspect of life, culture, religion, science, ethics, law, cosmology and meteorology.

Introduction

A discovery is like falling in love and reaching the top of a mountain after a hard climb all in one, an ecstasy not induced by drugs but by the revelation of a face of nature that no one has seen before and that often turns out to be more subtle and wonderful than anyone had imagined. To find a drug for a proper disease is something like searching for a needle in the heap of straw!! From historical era to modern pandemic era; how was the journey of drug discovery?? Let's travel to the pre-historical era to find out the Ancestry of Drug discovery in our country.

Mythology. too scientific approach!!

Since, the earliest time the history of human civilization, the traditional unscientific and unproven trial has been done successfully. Let's focus on one example. Hinduism believes in presence of 33cores of God and Goddess. But the lord Shiva is called as "Adiyogi" for his gesture, wide existence, ideality, power, calmness and his "Yog gyan". According to mythology lord Shiva used to cover his body with layers of ashes (Vasmo). How much scientific this approach? Let's find the answer.

Activated wood ash means carbon is infused with oxygen. This oxygenation creates a super porous surface which increases its ability of absorbing matter and toxins. It can absorb 1000 times more than its own weigh! Beside this super absorbency, wood ashes also possess antimicrobial properties. It is used for healing wounds and modern science has shown that it speeds up the healing process even faster than that

of Polymyxin B-Bacitracin Zinc ointment. Healing process in surgical cuts in full thickness of skin. Beside that it is also used to cure topical skin and also works as an anti-aging agent.

Let's enter the Vedic era

A high quality of Medical Knowledge was prevalent in ancient India. An analysis of the material in the Vedas reveals that, all the four Vedas replete the references regarding various aspects of medicine. The Atharva Veda is deemed to be an encyclopaedia for medicine "Interalia", and Ayurveda (the science of life) is considered as Upa Veda (supplementary subject) of the Atharva Veda. Vedic literature in general refers to a number of things which directly or indirectly constitute ancient medical tradition. Rigveda deals with different aspects of life and its well being. It also contains some specialized medical knowledge without involving the wider technical details like those, found in Atharvaveda. Rigveda hymns also seek protection from bacterial viral or any other infection. The contents of hymns suggest that he possessed a special knowledge of the preparation and use of medicines. The medical qualities of sunrays, fire, water, etc. have also been explained.

शरासः कुशरासो दर्भासः सैर्या उत ।
मौञ्जा अदृष्टा वैरिणाः सर्वे साकं न्यलिप्सत ॥ Ṛgveda - I. 191

उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहन्नुत्तरां दिवम् । हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥
शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु मे हरिमाणं निदध्मसि ॥
उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह । द्विषन्तं मह्यं रन्धयन्मो अहं द्विषते रधम् ॥

The Rigveda refers to poison germs and their killing(I), removal of various yaksma (consumption / tuberculosis)? (II) curing of heart diseases by the rays of the sun, water as medicine herbs as medicines and such diseases as yaksma Ajnatayaksma, Raja yaksma, Grahi (epilepsy), Harima(chlorosis), Prstyamaya, Hridroga etc.

The four hymns, only of tenth mandala i.e., from 161 to 164 which contain scientific matter:

मूञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञा तय कक्षाग्दुत राजयाक्षमात ।
ग्राहिर्जाग्राह यदि वैतदेनं तस्या इन्द्राग्नि प्रमूमूत्त मेनम् ॥ Ṛgveda. X. 161

ब्रह्मणाग्निः सम्विदानो रक्षोहा बाधतामितः ।
अमिवा यस्ते गर्भां दुर्णामा योनिमाशये ॥ Ṛgveda. X. 162

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां बुकादधि ।
यकक्षमं शीर्षाणं मस्तिष्का जीह्वाया विव्रहामि ते ॥ Ṛgveda. X. 163

अपेहि मनसस्वतेऽप क्राम परश्चर ।
परो र्निऋत्यां आचक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ Ṛgveda. X. 164.

a) In the Hymn, 161 the diseases like Pnthisis, tuberculosis etc, have not only been declared as curable, but a confident assertion has also been made about their final eradications. The claim has been made that by taking the suffering out of the clutches of such diseases not only, he is relieved of the immediate danger of the death. It is said that his life span, could be extended to any limit on normal way. Such a cure has termed as 'Rejuvenating' i.e., turning the suffer in to a new man [Punarvana].

b) In the Hymn 162, different kinds of embroyonic and uterine diseases have been declared as curable, which otherwise tend to cause abortion and miscarriage. Amongst the uterine and vaginal diseases even the infections ones have been mentioned and the patient has been assured of its cure.

c) In the Hymn, 163 is most important from the point of view of unambiguity about the enumeration of various kinds of diseases, pertaining to the different organs and parts of the body. Incidentally, this hymn also reveals the anatomical divisions of the body, which tend to be affected by pathological, surgical or bacteriological disarrangements. A claim is made in this hymn that all such diseases can definitely be cured.

d) The last hymn i.e., 164th reveals the importance of “Auto suggestion” in curing psychological imbalanced diseases. This hymn is about the cure of spiritual diseases

also, affecting the rational functioning of the mind. The sinning Nature in itself is the product of such spiritual rearrangement.

Ayurveda has its roots in the Vedas from which, many Indian philosophies have sprung. Ayurvedic terminologies, names, therapeutic properties and use of more than 360 plants are mentioned in Vedas [289 in Atharva, 67 in Oushadhi Sukta of Rig and 82 inYajur]. Ayurvedic subjects are also dealt with in the Aranyakas, Brahmanas and Upanishads. For example, the Garbhopanisad discusses growth of foetus and mentions the three doshas (vata, pitta, kapha) and dhatu (tissue elements). Ayurvedic terms, plants, their medicinal properties and formulations, such as martasanjeevani and vishalyakarani, find mention in Ramayana and Mahabharata.

Vedic medicines in modern perspective

We are already introduced few bits of miraculous scientific approaches of ancient India by discussing about Atharva Veda very briefly. Now its time to correlate those Vedic medicinal approaches in modern therapeutics to treat some diseases.

- Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis knees are two vital disease which can be treated by using Ayurvedic medicine in modern approach. In "Ramayana" (a brunch of Ayurvedic science which means strengthening and rejuvenating), the effectiveness of Withania_somnifera (Aswagandha)
(Which is often compered to Ginseng) as anti-inflammatory,
Immunomodulatory and anti-arthritic agent are well documented. Beside that Ricinus communis (Erand/castor oil) and Guggul extracts (Commiphora mukul, Boswellia serrata) are prime examples of potent anti-arthritic medicinal plants named in Charaka Samhita. Nowadays, these components are used in majority as anti-rheumatic medications. All other Ayurvedic treatments (snehana i.e., oleation; swedana i.e., sweating and heating; etc.) are also performed successful.
- Durva (Conch grass, Dog grass) was prescribed by Charak in Vedic ages which has got its significance in modern treatment too!! It purifies blood and is useful in bleeding from internal organs, skin diseases with itching, diarrhoea, fever, vomiting, thirst, burning and herpes. It is in addition medicine for cough, fever, vertigo, thirst, fatigue disease of impure blood and skin diseases with burns.

- Pulmonary tuberculosis (PTB) is an age-old disease described in Vedic Medicine as 'Yakshma'. Later on, in Ayurveda it earned a prefix and found way into mythology as 'Rajayakshma'. In Chikitsa-sthana of Charaka Samhita, he mentioned the utility of Aswagandha (Withania somnifera) as anti-tuberculosis drug. In the present study, the response obtained by treating patients with Aswagandha chaywanpeash and it is shown that haematological profile, sputum bacterial load count, immunoglobulin IgA and IgM, blood sugar, liver function test, serum creatinine were the assessed parameters besides blood isoniazid and pyrazinamide, repeated after 28 days of treatment!

- SHALYATANTRA- SURGICAL TECHNIQUES

Sučhruta was a great Indian surgeon and is the author of the book Sučhruta Sachitâ, in which he describes over 300 surgical procedures, 120 surgical instruments and classifies human surgery in eight categories. He described surgery as the first and foremost speciality of the system. He describes various surgical procedures including abdominal operations like those for intestinal obstruction and stones in the bladder. Because of his numerous contributions to the science and art of surgery he is known by the title "Father of Surgery." Sushruta was the first surgeon to develop cosmetic surgery. He is also known as the "Father of plastic surgery" as he was the first person to describe and practice plastic surgery. He performed rhinoplasty in the similar way by plastic surgeons of today's era. There are references to accidental loss of leg of Vispala and she was immediately Given an iron leg-prosthesis to walk with.

Conclusion

Thus, there are touches of science in the cores of every hyms, chants of Veda (Atharva Veda) which were performed by Atharvan priests being unknown the biochemical modern science behind each of these. So, its is no need to say that ancient India was one of the sacred place in the world whose rituals make human Lives holy and scientific simultaneously!!

References.

1. https://www.researchgate.net/publication/330769801_Inhibitory_Effect_of_Quercus_ilex_Wood_Ash_on_the_Growth_of_Pathogenic_Microorganisms
2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3087360/
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3487240/

Using laptops and smartphones in the class: Is it an efficient way of education?

More and more students are bringing cell phones and laptops to class. Even primary school-aged students have cell phones in their pockets and bagpacks. On one hand, those sleek little supercomputers promise to connect us to all human knowledge. On the other hand, they are also scientifically designed by some of the world's top geniuses to feel as compelling as oxygen.
This seemingly simple topic ends up being what one professor and pedagogy expert calls "a Rorschach test for So much that's going on in education."

Research at the college level backs that up; a small, 2017 study at Michigan State University found students in an introductory psychology course spent up to a third of class time surfing the web to non academic sites even though they knew that researchers were tracking their computer use.

Sounds Ominous. But the debate over devices in the classroom has many more perspectives. The current research examines the nature of in-class laptop use in a large lecture course and how that use is related to student learning. There are results showed that students who used laptops or smartphones in class spent considerable time multitasking and that the device use posed a significant distraction to both users and fellow students. Most importantly, the level of smartphone or laptop use was negatively related to several measures of student learning, including self-reported understanding of course material and overall course performance.

From the day, cellphones were introduced they were considered a nuisance to education, which is why schools banned all electronic devices in the 1990s.This was also partly because school administrations feared that these devices would be used by students who were attempting to do things that were illegal.

A study found in 2018, "Children who use smartphones, tablets and video games for more than seven hours a day are more likely to experience premature thinning of the cortex, the outermost layer of the brain that processes thought and action."

Many research showing how laptops can be more of a distraction than a learning enabler. Purdue University even blocked streaming websites such as Netflix, HBO, Hulu and Pandora.

A recent study done in Tronto District School showed that more than 95% of the university students possess smartphones. However, many complaints were done by teachers about the use of cellphones in classroom. Texting, tweeting, posting blogs and snap chatting during class time are considered to be a major source of incredible distraction, making it difficult for educators to deliver and teach their prepared materials. It is considered to be the most vexing issue of the digital age for teachers and administers

Many debates were done regarding actions being taken with students' cell phones some agree on maintaining smartphones, laptops and other electronic devices in schools as a crucial competitive tool in a global market, while others insist that these devices distract students, compromising their learning time and focus. In both cases, the problem using cellphones in class remains a major issue and is rapidly increasing, therefore educators must find a way to deal with this situation and need to find an appropriate solution for both parties..

Cell phones were once considered a distraction in the classroom. While that still remains true, educators have slowly found that phones can be turned into learning tools. Phones have evolved over the years into powerful teaching aids that, when used appropriately, can improve learning outcomes.

By the late 1990s and by 2002 cell phones, laptops and other electronic devices became increasingly popular, they were calls for lawmakers and administrators to reconsider bans of cell phones in the school. The National School Safety and Security Services noted that many schools were starting to allow cell phones among their students and by the mid 2000s, the role of smartphones in the school were being rethought. Policies changed to allow cell phones on campus so long, as they were turned off during the day.

By 2007, educators conceded that cell phones could play an important part in learning. Universities started using text messages to reach out to students, and a survey released by Cingular Wireless indicated that parents believed text messaging helped to improve communications with children. And by 2010, these were significant shifts towards smartphones as educational tools.

Text messaging had previously played a role in keeping students connected with their schools or universities but smartphones were now being used for increasingly broad educational purposes as they became just as powerful as laptops while occupying a fraction of the space.

For the past decades, many mobile devices ranging from laptops, e-book readers, tablets and smartphones are considered to be important tools in the educational sector. Using both wireless communications and portable powerful devices, a new learning tool was developed promoting both vast effective information and innovation of education to the traditional classrooms.

Mobile technology plays an essential role in creating new cooperative learning methods, self-exploratory learning outside the classroom and facilitating the development of communication, problem solving and increasing academic performance among students.
A large number of educational institutions are now implementing the use of supplemental courses via smart devices and automated systems. This facilitates students in grasping more knowledge using their favourite electronic device tool. Adapting many educational software markets and mobile applications have increased rapidly supporting operating systems that are installed on mobile devices.
Many advantages come with the use of mobile learning that can be summarized by the following, such as instant updates of course-related materials; reducing cost distribution and the marketing of old-version textbooks with instant updated online course using wifi and cellular connectivity; flexibility in learning with no limitation to time or place; showing more interest in reading handy educational contexts versus occasional learning; time management and effectiveness during online quizzes and assessments.

Therefore, mobile technology using mobile applications have shown great potentials in facilitating and innovating educational methods, aiding educators to develop new ways of communications and advanced skill methods to effectively increase higher thinking levels for students in class and also off campus.

And with most schools and colleges across the country closed due to coronavirus outbreak, there has been a shift from in-person teaching to online teaching. Although many say the transaction to remote learning is temporary, the Covid-19 has made e-learning mainstream. While it's true the online mode of education is having its moment due to the pandemic, the fact is the concept of remote learning is still new for many parents and students. But as higher education institutions have been closed due to the pandemic, the majority of students are learning remotely. The government of India has also initiated and directed to use numerous online platforms effectively by engaging students with online learning through information technology techniques. So it has both positive and negative sides.

Srestha Debnath
B.A. English Honors (3rd sem)

নকল নারীবাদ

বর্তমান সমাজে নারীবাদ শব্দটির সাথে সকলেই পরিচিত কিন্তু এর মধ্যেই নকল নারীবাদ বা "ফেক ফেমিনিজম" ও সমাজের মধ্যে এক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ বা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় "ফেমিনিস্ট" বা নারীবাদী পুরুষ তথা মহিলা সকলেই হয়ে উঠেছেন তা আমাদের কাছে জ্ঞাত। নারীবাদীতা অবশ্যই যেকোনো সমাজের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সমাজের উন্নতিতে নারীবাদী হওয়া আধুনিক মানসিকতার পৃষ্ঠপোষক হয়ে থাকে। কিন্তু এই নকল নারীবাদীতা কখনই সর্বজনগ্রাহ্য নয় কারণ তা সমাজের ক্ষতি করে কোনো সমাজের মধ্যে এক বিষাক্ত স্রোতের প্রবাহ ঘটায়। এই নকল নারীবাদের উদাহরণস্বরূপ কতকগুলি ঘটনা তুলে ধরা হলো- ঘটনাটিতে শিয়ালদহ স্টেশনে রানাঘাট লোকাল লেডিস কামড়ায় বসে থাকা একজন ভদ্রমহিলা ফোনে কথা বলছিলেন তার আদবকায়দা যথেষ্ট মার্জিত ছিল তা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তখনই হঠাৎ সদ্য কেমোথেরাপি নিয়ে আসা এক অসুস্থ ভদ্রমহিলা তার মেয়ের সাথে ট্রেনের ঐ কামরায় ওঠেন। মেয়েটি সেই ফোনে কথা বলা ভদ্রমহিলাকে বলেন তাঁর মায়ের জন্য বসার একটু জায়গা দিতে তখন অবশ্য তাঁর কানে ফোন ছিলনা প্রত্যুত্তরে ভদ্রমহিলা বলে ওঠেন কেন তিনি দিতে যাবেন। মেয়েটি বলেছিল তাঁর মায়ের কেমোথেরাপি নিয়ে এসেছে তাই একটু বসতে দিতে তিনি বলে উঠেছিলেন কেমোথেরাপি নিয়ে এসেছেন তাতে ওনার কী? মেয়েটি চুপচাপ তাঁর মা কে নিয়ে ট্রেনের গেটের পাশে দাঁড়ালো। আমি ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করছিলাম, তাছাড়াও নিত্যদিন চলার পথে এমন ঘটনা প্রায়ই হয়। সামান্য বসার জায়গা নিয়ে প্রচুর ভদ্রমহিলা ঝগড়া করেন কখনও কখনও মারামারিও বেধে যায়। এরই মধ্যে বেশ কিছুজন আমার পরিচিতের তালিকাতে পড়েন। এনারা আবার ফেসবুক বা যে কোনো সোশ্যাল মিডিয়ায় নারীবাদী প্রতিবাদী আন্দোলনে গর্জিত হয়ে ওঠেন। তারই মধ্যে বাড়িতে কাজ করতে আসা মহিলাটি যদি অসুস্থতার কাজে ছুটি নেন তখন তার ছোটো সন্তানকে কাজ করার বলেন ইনিও কিন্তু নারীবাদী। নিজের বৃদ্ধ মা কে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে তিনিও কিন্তু নারীবাদী হয়ে ওঠেন।

নারীবাদী কিন্তু পুরুষ বা নারী উভয়ই হতে পারেন। কিন্তু তা যাতে সমাজের নৈতিকতা অবলম্বন করে চলে শিক্ষিত তথা উন্নত মানসিকতার পৃষ্ঠপোষক। আমরা সকলেই বিভিন্নভাবে "ফেক ফেমিনিজম" বা নকল নারীবাদীদের দেখতে পাই যেখানে শুধুমাত্র নারী নয় পুরুষও আছেন অনেক। বিভিন্নভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে আদর্শ নারীবাদীদের যেখানে-বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বেগম রোকেয়া প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য তারা নারীবাদী হয়ে নারীদের সমাজে প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের এই আধুনিক মানসিকতার ধ্বংস করে চলেছে বিভিন্ন নকল নারীবাদীরা। তারা শুধুমাত্র নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় সীমাবদ্ধ প্রকাশে তাদের রুপ অন্যরকম। নারীবাদী হওয়ার সাথে মানবিকতার পূজারি হওয়াও দরকার। মানুষের মানবিকতার প্রকাশই সমস্ত নারীবাদীকতার ঊর্ধ্বে স্থান পায়।

সমাজ যদি নারী পুরুষের বিভেদ ভুলে শুধুমাত্র সকলে সমান অধিকার ও মানবিকতার পূজারি হয় তাহলে কোনো নকল নারীবাদীদের এই সমাজে গণ্য করা হবে না। সমাজে নারী-পুরুষ এর বিভেদ না থাকে তবে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠার কোন সুযোগ থাকবে না। সমাজে একটাই প্রতিষ্ঠা পাওয়ার বিষয় হয়ে উঠবে যা হবে মনুষত্ব ও মানবিকতা। আধুনিক সমাজে এই সকল নকল নারীবাদীদের ধ্বংসের একই উপায় নারী-পুরুষের বিভেদ মেটানো। যে সমাজে সকলেই সমান অধিকার পায় সে সমাজ দেশ তথা জাতির উন্নতির অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

UMA BAKCHI
BENGALI HONOURS,5TH SEM

অভিজ্ঞতার অ্যালবাম

পুরো এক মাস সাতদিন পর বাড়ি ফিরে আমরা কেউই নিজেদের চোখের জল আর ধরে রাখতে পারিনি। ছোট থেকে এত বড়ো হয়েছি এক সপ্তাহের জন্য বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। সেখানে এতগুলো দিন বাড়ির বাইরে থাকা আর তার ওপর একের পর এক বাধা কাটিয়ে বাড়ি ফিরে বোধ করি আনন্দে চোখের জল টুকু বেরিয়ে আসে প্রিয়জনদের কাছে। বাড়ি ফেরার সেই মুহূর্ত গুলো মনে পরলে আজও আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। আমার জীবনের সে এক মস্ত অভিজ্ঞতা!

সালটা 2019 সবে মাত্র আমার উচ্চ মাধ্যমিকের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমার কিছু শারীরিক কারণে গত কয়েক মাস ধরে মা খুবই চিন্তিত ছিলেন। সামনে ফাইনাল পরীক্ষা তাই নিজের মনের উদ্বেগটা ঠিক ভাবে প্রকাশ করতে পারেন নি। তাই পরীক্ষা শেষ হওয়া মাত্রই সমস্ত সমস্যার সমাধানে বদ্ধ পরিকর আমার মা ঠিক করলেন আমাকে নিয়ে যাবে ব্যাঙ্গালোরে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। বাড়ির সকলের অনুমতি আর পরামর্শের পর আমাদের ব্যাঙ্গালোর যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। টিকিট কাটার পুরো দায়িত্ব নিলেন আমার ছোটো কাকা। অবশেষে যাওয়ার দিন ঠিক হল ১লা এপ্রিল।

ট্রেনে ওঠার দিন আমরা 4 জনে মানে, বাবা, মা, ভাই আর আমি যখন হাওড়া স্টেশনে পৌছালাম, তখন ঘড়িতে বেজে গেছে সন্ধে সাত টা। আমাদের ট্রেনের সময় ছিল রাত এগারোটা পনেরো মিনিটে। যথারীতি স্টেশনে পৌছে বাকি প্যাসেঞ্জারদের মতোই একটা পরিস্কার জায়গা দেখে শতরঞ্চি পেতে বসে পড়লাম আমরা, মায়ের সাথে খানিক গল্পের মধ্যে কেটে গেল বেশ খানিকটা সময়। এই সব কিছুর মধ্যে স্টেশনে একের পর এক ট্রেনের অ্যানাউন্সমেন্ট, চার দিকে লোকজনের কোলাহল আর অন্য এক প্রান্তে প্লাটফর্মে একের পর এক ট্রেন ঢোকার শব্দে চারিদিক রীতিমত জমজমাট। প্রায় রাত সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা স্টেশনেই রাতের খাবার শেষ করলাম।

খাবারে ছিল জেঠিমার হাতে বানানো লুচি, আলুর দম আর মিষ্টি। খানিক পরে জানতে পারলাম আমাদের ট্রেন এক ঘণ্টা লেট। শেষ পর্যন্ত যখন স্টেশনে মুজফরপুর এক্সপ্রেসের অ্যানাউন্সমেন্ট হল,তখন খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সমস্ত জিনিস গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লাম স্টেশন থেকে।

ইতি মধ্যেই ভাই ঘুমিয়ে পড়েছে মায়ের কোলে। জীবনে প্রথম দূরপাল্লা ট্রেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আমার, তাই ভয় আর আনন্দ মেশানো এক অদ্ভুত অনুভূতি ক্রমেই শরীরটাকে আচ্ছন্ন করতে শুরু করেছে। ট্রেনটি আসছে বিহারের মুজাফফরপুর থেকে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে প্যাসেঞ্জারে ঠাসা ট্রেন টা দেখে আমার নিঃশ্বাস রীতিমত বন্ধ হয়ে গেছে। সামনে বাবা হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন আর টিকিটের সাথে ট্রেনের কোচ নম্বর মেলাচ্ছেন, তারপরে আমি দুকাঁধে ব্যাগ আর হাতে ট্রলি নিয়ে হাটছি পিছনে মা ভাইকে কোলে নিয়ে প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে দৌড়াচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ট্রেনে উঠে দেখি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কিছু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মেঝেতে শুয়ে, কিছু জন আবার সিটের নিচে।

এরমধ্যে দিয়েই কোনোমতে ভিতরে ঢুকে যখন নিজেদের সিট খুঁজছি, তখন সেখানেও সংকট! স্বয়ং কুম্ভকর্ণ যেন তার গোটা পরিবার নিয়ে আমাদের সিটে বিরাজমান। মিনিট দশেকের আপ্রাণ চেষ্টার পর বাবা তাদের টেনে তুললে আমি গিয়ে উঠে পড়লাম মাঝের সিটে। সারাদিনের আনন্দ, উৎসাহ, ভয় আর ক্লান্তি মিশে যেন কেটে গেল সে রাত টা।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি আমার উড়িষ্যার কটক পার করে এসেছি। ট্রেনের কামরাতেই হাত, মুখ ধুয়ে এক কাপ চায়ের সাথে শুরু হলো ট্রেনের প্রথম দিনটা। জানলার বাইরে প্ল্যাটফর্মের বোর্ডে প্যাঁচানো অক্ষরে লেখা শব্দের মানে বুঝতে না পারলেও এটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে নিজেদের জায়গা থেকে বেশ খানিক টা দূরে চলে এসেছি আমরা কারন ট্রেনের হকারদের মুখে বাংলার ঘুগনি ঝালমুড়ির বদলে এখন শুধুই সামোসা আর আন্ডা বিরিয়ানির হাঁক। বইয়ে পড়া চিল্কা হ্রদের প্রথম দেখাতে বেশ বিস্ময়ই লেগেছিল।

ম্যাপে দেখা হ্রদের ঐ কয়েক সেমির খাঁজ যে এমন সুবিশাল হবে, তার ধারনা মস্তিষ্কে থাকলেও চোখের কাছে তা বিস্ময় ই বটে। দুপুরের খাওয়া সেরে জানলার বাইরে তাকিয়ে থেকেই কেমন যেন দিনটা কেটে গেল। সারাদিন ট্রেনে প্যাসেঞ্জারদের কোলাহল, হকারদের হাঁক ডাক, মাঝে মধ্যেই টিটি দের দর্শন আর একঘেয়ে ট্রেনের ইঞ্জিনের শব্দের মধ্যে কাটানো দিনের সেই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম। রাতে ট্রেন থামলে ঘুমাতে যাওয়ার আগে জানলা দিয়ে দেখলাম বাইরে প্ল্যাটফর্মে বোর্ডে ইংরাজী হরফে লেখা বিজয় নগরম্।

প্রচন্ড গরম আর ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের ভিড়ে প্রায় বিধ্বস্ত অবস্থায় পরের দিন ট্রেন থেকে নেমে দেখি ঘড়িতে বাজে বেলা এগারোটা। স্টেশনের নাম কৃষ্ণ রাজাপুরম্। প্ল্যাটফর্মে ভিড়ে মানুষগুলো থেকে শুরু করে স্টেশনে চালচিত্র সমস্ত টাই কেমন যেন আলাদা ধাঁচের তৈরী। বোধকরি কলকাতা থেকে প্রায় হাজার মাইল দূরে এসে এই পার্থক্য টুকু টের পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। আমরা যাব শ্রী সত্য সাঁই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বছর পাঁচেক আগে আমার ছোটো কাকা এখানে এসেছিলেন তার নার্ভের সমস্যা নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশন করে ফিরে গিয়ে তিনি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। তাই স্টেশন থেকে হোটেল আর হাসপাতালের রাস্তাটা তার চিনিয়ে দেওয়ায় সেখানে পৌঁছে তেমন অসুবিধা আমাদের হয়নি। স্টেশন থেকে হোটেলে পৌছে বিশ্রামেই কাটিয়ে দিলাম বাকি দিনটা।

পরের দিনই নানান নিয়ম বিধির মধ্যে দিয়ে হাসপাতালে ডাক্তার দেখানো সব রকম ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। রোজ সকালে বাবার সাথে হাসপাতালে যাওয়া, আবার ডাক্তার দেখিয়ে বিকেলে বাড়ি ফেরার মধ্যে সপ্তাহ খানেক কেটে গেল। বেশ কিছু টেস্ট করার পর সমস্ত টেস্টের রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বাবু বললেন,"একমাত্র উপায় অপারেশন "। সত্যি বলতে কি এই অপারেশন কথাটায়, প্রথম থেকেই আমার তেমন ভয় ছিল না আর ইতিমধ্যেই এমন একটা জায়গার এসে পড়েছিলাম যেখানে চারিপাশে ভগবান যেন স্বয়ং বিরাজমান। এক দৈবশক্তির আধার যেন এই হাসপাতাল। ভয়ের কোনো জায়গাই নেই, সেখানকার পরিবেশ, নিয়মকানুন, মানুষ জনের আচার ব্যবহার কোনো কিছুর কোনো তুলনা করা চলে না। হাসপাতালের ভিতরের পরিবেশ অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করে তোলে অনেকটাই। অবশেষে আমার অপারেশনের দিন ঠিক হয় তেইশে এপ্রিল। অপারেশনের জন্য যে দুটো দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম তার স্মৃতি আমার মনে থেকে যাবে আজীবন। এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়েছিল আমি হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, কোনো মন্দিরের থেকে কম কিছু নয় সেখানকার পরিবেশ। অপারেশনের পরের দিনই আমার ছুটি হয়ে গেল। ডাক্তার বাবু সমস্ত কিছু দেখে শুনে বললেন আরো এক সপ্তাহ আমাকে হোটেলে থেকে বিশ্রাম নিতে হবে। যথারীতি ডাক্তার বাবুর কথা মতো একসপ্তাহ পরে আমাদের টিকিট বুক করলেন।

বাড়ি ফেরার দিনগুলো যতই কাছে আসতে থাকল মনের ভেতরটা কেমন যেন এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে যেতে শুরু করল। কিন্ত আমার এই আনন্দ যে সাময়িকের তা বুঝতে বেশি দেরি হল না। কারণ ইতিমধ্যেই বাড়ি থেকে আসা ফোন আর হোটেলের টিভির খবরের চ্যানেলে শুধু একটাই খবর, এক ভয়ঙ্কর ঘূর্নিঝড় ধেয়ে আসছে উড়িষ্যার ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূল বর্তী এলাকায়। ঝড়ের নাম ফণী। প্রবল এই ঘূর্নিঝড়ের ভয়াবহতা আঁচ করে দুই রাজ্যের সরকারই বিপর্যয়ের পূর্ববর্তী ব্যবস্থা শুরু করে দিয়েছে। খবর জানার দু-তিন দিনের মধ্যেই এক বিকালে ফোনে এল টিকিট বাতিলের ম্যাসেজ। সেই ম্যাসেজ দেখা মাত্রই চোখের সামনেটা কেমন যেন আবছা হয়ে যেতে লাগল। এক মুহূর্তের জন্য সেখানে থাকতে আর মন চাইল না আমার। বাবা তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন স্টেশনের দিকে কিন্ত সেখানে গিয়েও কোনো উপায় বের হল না।

পরের দিনটাও বঃশ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটছিল কিন্ত এমন সময় সারাদিন পর বাবা এসে হাজির হলেন হাতে ট্রেনের টিকিট নিয়ে। প্রশান্তি এক্সপ্রেস। আজ রাতেই ছাড়বে পুত্তাপার্থীর শ্রী সত্য সাঁই প্রশান্তি নিলয়ম স্টেশন থেকে। ব্যাঙ্গালোর থেকে চার ঘণ্টার রাস্তা এই পুত্তাপার্থী। যথারীতি এক মুহূর্ত দেরী না করে সমস্ত জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সেই দিনই হোটেল ছেড়ে দিলাম আমরা। ঝড়ের কারণে দক্ষিণ পূর্ব রুটের সমস্ত ট্রেন ই বাতিল। তাই খানিক আশঙ্কা আর অনেকটা উৎসাহ নিয়ে বাসে করে পৌঁছে গেলাম পুত্তাপার্থী। সন্ধ্যের আগেই স্টেশনে পৌঁছে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে গুছিয়ে বসব এমন সময় স্টেশনের এক প্রান্তে টিকিট কাউন্টারে কিছু লোকজনের বচসার কারন জানতে গিয়ে খবর পেলাম আজকের প্রশান্তি এক্সপ্রেস বাতিল। ক্ষণিকের মধ্যেই সারাদিনের উৎসাহটা কেমন যেন মিলিয়ে গেল আমাদের মুখ থেকে।

এই পুত্তাপার্থী হল শ্রী সত্য সাঁই বাবার জন্মস্থান। আবার এখানে তার সমাধিকে ঘিরে এক বিশাল আশ্রম গড়ে তুলেছে তাঁর ভক্তরা। স্টেশন থেকে মিনিট পাঁচেকের রাস্তা এই আশ্রম। সেই রাতে আর পথের দিশা না পেয়ে সেই আশ্রমেই গিয়ে উঠলাম আমরা। দিনচারেক আশ্রমে কাটানোর পর যখন বিপর্যয় কেটে গিয়ে ট্রেন চালু হতে শুরু করল তখন কোনো মতে সেই আশ্রম থেকেই বাবা আবার ট্রেনের টিকিট জোগাড় করলেন। সেই প্রশান্তি এক্সপ্রেস যাবে ভুবনেশ্বর অবধি। সেখান থেকে আবার ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশন। ইতিমধ্যে বাড়ি ফেরার উৎসাহটা আমার আশঙ্কায় পরিণত হয়েছে। স্টেশনে পৌঁছে আবার জানতে পারলাম ট্রেন দশ ঘন্টা লেট এইবার বিরক্তির সাথে একটা অসহ্য কর যন্ত্রনা যেন শরীরটাকে দোমড়াতে মোচড়াতে লাগল। সারারাত প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষার পর যখন শেষ পর্যন্ত ট্রেন এসে পৌঁছলো তখন বোধ হয় কোনো রকম অনুভূতি প্রকাশ করার শক্তি আমাদের মধ্যে ছিল না।
ইতিমধ্যেই খবরে জানতে পেরেছিলাম ফনীর প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে কিন্ত তার রুপ যে এমন ভয়াবহ তা স্বচক্ষে দেখে বেশ আতঙ্ক লেগেছিল। ট্রেন লাইনের দু ধারে কেবল গাছপালা মৃতদেহ মানুষ তো দুরের কথা বাড়িঘরের কোনো চিহ্ন মাত্র ছিল না কোথাও। প্ল্যাটফর্মের সেড উধাও। স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছিল ফণী যেন এক বিভীষিকার মতো আছড়ে পড়েছিল এই রাজ্যের ওপর।

ভুবনেশ্বরে পৌঁছে হাওড়া গামী ট্রেনের টিকিট কেটে আবার সেই ট্রেনের অপেক্ষা। এই কয়েক দিনে যেন অপেক্ষা করাটা আমাদের অভ্যেস পরিণত হয়েছিল শেষপর্যন্ত বেলার দিকে ট্রেন এসে পৌঁছলে আবার সেই হাড়হিম করা দৃশ্য। প্রায় সপ্তাহ খানিক ট্রেন বন্ধ থাকায় স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেনে ভিড় উপছে পড়ছে। কিন্ত বাড়ি ফেরার ভীষণ রকম তাগিদের কাছে কোনো কিছুই বাধা হতে পারে না তাই অত ভিড়ের মধ্যেও ক্লান্ত দুর্বল শরীরটাকে নিয়ে উঠে পড়েছিলাম সেই ভিড়ের মাঝে।

---রিকা নাথ

Creative Editor :Ananya.G

R.B.C.
COLLEGE FOR WOMEN
VIDYASAGAR BHAWAN
RISHI BANKIM CHANDRA COLLEGE FOR WOMEN
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ ফর উইমেন
VIDYASAGAR BHAWAN
বিদ্যাসাগর ভবন
East Kantalpara P.O. - Naihati, Dist. - 24 Pgs. (N)
পূর্ব কাঁঠাল পাড়া, নৈহাটী উত্তর ২৪ পরগণা